CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-202 ■ 3 May, 2025 ■ আগরতলা ৩ মে, ২০২৫ ইং ■ ১৯ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভিজহিনজাম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর জাতির উদ্দেশ্যে উৎসবর্গ করে

সামুদ্রিক অমৃতকালের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ২ মে, ২০২৫।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কেরলের তিরুবনন্তপুরমে ৮,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বহু উদ্দেশ্যসাধক ভিজহিনজাম আন্তর্জাতিক গভীর সমুদ্র বন্দর জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। ভগবান আদি শঙ্করাচার্য্যের জন্মবার্ষিকীতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৩ বছর আগে আদি শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান দর্শন করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তাঁর সংসদীয় কেন্দ্র কাশিতে বিশ্বনাথধাম চত্বরে আদি শঙ্করাচার্য্যের এক সুবিশাল মূর্তি স্থাপিত হয়েছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে বিপুল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিক্ষা আদি শঙ্করাচার্য্য দিয়ে গেছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের পবিত্র কেদারনাথ ধামেও আদি শঙ্করাচার্য্যের একটি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজই কেদারনাথ মন্দিরের দরজা পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেরলের ভূমিপুত্র আদি শঙ্করাচার্য্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের বিবেককে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রয়াস এক ঐক্যবদ্ধ ও আধ্যাত্মিক আলোয় উদ্ভাসিত ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একদিকে অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ সুবিশাল সমুদ্র, অন্যদিকে প্রকৃতির অসামান্য সৌন্দর্য্য- এর মাঝে দাঁড়িয়ে ভিজহিনজাম গভীর সমুদ্র বন্দর নতুন যুগের বিকাশের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই অসামান্য সাফল্যের জন্য তিনি কেরলের মানুষ এবং সমগ্র জাতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মোদী বলেন, ৮,৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা এই গভীর সমুদ্র বন্দরের সক্ষমতা আগামী দিনে ৩ গুণ বাড়বে, বিশ্বের বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ এখানে আসবে। এর আগে ভারতের জাহাজবাহী পণ্য চলাচলের ৭৫ শতাংশই বিদেশের বন্দরগুলিতে হতো। ফলে দেশের রাজস্বের বিপুল ক্ষতি হয়ে এসেছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতির বদল ঘটছে। ভারতের অর্থ এখন ভারতের কাজেই ব্যবহৃত হবে। যে অর্থ এতদিন দেশের বাইরে চলে যেত, তা এখন কেরল ও ভিজহিনজামের মানুষের সামনে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঔপনিবেশিক শাসনের আগে বহু শতাব্দী ধরে ভারত সমৃদ্ধির শিখরে ছিল। এক সময়ে বিশ্বের জিডিপি-তে ভারতের সিংহভাগ অংশ থাকতো। সমুদ্র বাণিজ্যে সক্ষমতা এবং বন্দর শহরগুলির অর্থনৈতিক ব্যস্ততা ভারতকে পৃথিবীর অন্য দেশগুলির থেকে স্বতন্ত্র করেছিল। এক্ষেত্রে কেরলের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্যে কেরলের ঐতিহাসিক ভূমিকার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আরব সাগরের মাধ্যমে সেইসময়ে একাধিক দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কেরলের জাহাজগুলি বিভিন্ন দেশে পণ্য পরিবহন করে নিয়ে যেত, ভারত বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের অন্যতম মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আজ ভারত সরকার অর্থনৈতিক শক্তির সেই ধারার পুনরুজ্জীবনে আগ্রহী। ভারতের উপকূলীয় রাজ্য ও বন্দর শহরগুলি উন্নত ভারতের বিকাশের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সহজে ব্যবসা করার পরিবেশের বিকাশ একসঙ্গে হলে তবেই বন্দর অর্থনীতি তার সম্ভাবনার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে পারে। গত ১০ বছর ধরে এই ভাবনাকে মাথায় রেখেই সরকার তার বন্দর ও জলপথ নীতির খসড়া তৈরি করেছে। রাজ্যগুলির সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক তৎপরতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সাগরমালা প্রকল্পের আওতায় রাজ্যগুলির সহায়তায় বন্দর পরিকাঠামো ও বন্দর সংযোগের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। সহজ সংযোগের জন্য পিএম গতিশক্তির আওতায় জলপথ, রেলপথ, মহাসড়ক ও বিমান পথের মধ্যে সংযুক্তি স্থাপন করা হচ্ছে। সমুদ্র বাণিজ্যের বিভিন্ন বিধিনিয়মের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। ২০১৪ সালের আগে সমুদ্রপথে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রে জেনেরিক ওষুধ লেখা বাধ্যতামূলক ঃ সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ মে ।। চিকিৎসকদের বাধ্যতামূলকভাবে শুধু জেনেরিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে হবে বৃহস্পতিবার এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বিচারপতিরা বলেন, ওষুধ কোম্পানির অনৈতিক বিপণন রোধে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।

বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ এ দিন মন্তব্য করেন, *"আমাদের মতে, চিকিৎসকদের শুধুমাত্র জেনেরিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করাই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। এটা মামলাকারীদের আবেদনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।"*

বিচারপতি সন্দীপ মেহতা জানান, "রেজিস্টার্ড চিকিৎসকরা কোনো কোম্পানির নাম উল্লেখ করে প্রেসক্রিপশন দিতে পারেন না রাজস্থানে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে নির্বাহী নির্দেশ জারি হয়েছে। যদি এই নির্দেশ দেশব্যাপী কার্যকর করা হয়, তবে তা এক বিশাল পরিবর্তন আনবে।"

জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছে ফেডারেশন অফ মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস অ্যাসোসিয়েশনস অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা। পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি চিকিৎসকদের প্রভাবিত করতে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে, যার ফলে বাড়ছে ওষুধের অতিরিক্ত প্রেসক্রিপশন এবং নাগরিকদের জীবনের অধিকার ও স্বাস্থ্য অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটছে।

সিনিয়র আইনজীবী সঞ্জয় পারিখ বলেন, "ওষুধ কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে কার্যত কোনও বাধ্যতামূলক আইন নেই তাদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী কোড ছাড়া কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেই। অথচ চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে আইন বিদ্যমান।' তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল ইতিমধ্যেই চিকিৎসকদের জেনেরিক ওষুধ প্রেসক্রিপশনের নির্দেশ দিয়েছে। তবে উল্টো দিকে, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন তাদের ২০২৩ সালের প্রফেশনাল কনডাক্ট রেগুলেশনস আপাতত স্থগিত রেখেছে, যেখানে চিকিৎসকদের শুধুমাত্র জেনেরিক ওষুধ লিখতে বলা হয়েছিল।

পিটিশনে অভিযোগ করা হয়েছে, ঔষধ বিপণন অনুশীলনের অভিন্ন কোড কেবল একটি স্বেচ্ছাবিধি এবং এর কোনো আইনি বৈধতা নেই। ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলি অনায়াসে চিকিৎসকদের উপহার, অর্থ, ভ্রমণ সুবিধা ইত্যাদি দিয়ে প্রভাবিত করতে পারছে।

কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ঔষধ বিপণন অনুশীলনের অভিন্ন কোড বর্তমানে স্বেচ্ছায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে সংসদের স্থায়ী কমিটির ৪৫তম প্রতিবেদন বিবেচনাধীন, যেখানে এই কোডকে আইনি রূপ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ডোলো-৬৫০ ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকার "ফ্রি গিফট" বিতরণের অভিযোগ এনেছে সিবিডিটি। এই বিষয়টিও মামলায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে বাঁধ পরিদর্শনে এসে ক্ষুব্ধ জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২ মে।। বাঁধ নির্মাণের কাজ পরিদর্শনে এসে ক্ষুব্ধ দক্ষিণ জেলাশাসক। ঠিকাদারকে ১৫ দিনের সময় দেন মাটি সরিয়ে নিতে। সাব্রুম গোবিন্দ মাঠের দুটি বাঁধ পরিদর্শন করেন তিনি। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহাম্মদ সাজাদ পি., আই.এ.এস. একদিনের বিশেষ সফরে আসেন সাব্রুম মহকুমায়। সফরকালে তিনি পরিদর্শন করেন মহকুমার বিভিন্ন প্রগতিশীল খামার, মৎস্য পুকুর এবং ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ।

২০২৪ সালের আগস্ট মাসে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং নদীর জল বৃদ্ধি জনিত কারণে সাব্রুম মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কৃষি ও মৎস্য চাষ সহ অন্যান্য খামার ভিত্তিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতি জনগণনা

রিপোর্ট কবে জনগনের সামনে আনা হবে স্পষ্টিকরণ চাইল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। জাতি গণনা ঘোষণা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছে কংগ্রেস। পাশাপাশি কবে নাগাদ এটি সম্পন্ন হবে তাও জানতে চেয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

আজ কংগ্রেস ভবনে এসসি, এসটি, মাইনরিটি ও ওবিসি বিভাগের চেয়ারম্যানগণ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। তারা বলেন, জাত গণনা হল জনসংখ্যার একটি সমীক্ষা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির জাতি বা বর্ণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি একটি সাধারণ আদমশুমারির মতোই। তবে এতে মানুষের ধর্ম, ভাষার পাশাপাশি তাদের জাতিও নথিভুক্ত করা হয়।

জাতির ভিত্তিতে জনসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ করলে কোন জাতিগোষ্ঠী আর্থিকভাবে পিছিয়ে আছে বা সামাজিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে কংগ্রেস ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বিগত দিনে জাতিভিত্তিক জনগণনা'কে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে কংগ্রেস এবং তাঁর সহযোগী ইন্ডি জোট। কিন্তু মোদী সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে জাতিভিত্তিক তথ্য নিয়মিত জনগণনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ২০১০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং লোকসভায় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জাতি অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। পরে একটি মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠন করা হয়, যেখানে বহু রাজনৈতিক দল জাতি গণনার পক্ষে মত দেয়। যদিও সেই সময়ের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার সামাজিক- ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতিগত বিরোধ বাধানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে মথা ও বিজেপিকে নিশানা মানিক সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। দুর্বৃত্তদের লাগানো আগুনে মান্দাইয়ে পুড়েছে সিপিএমের পার্টি অফিস। তাতে, দমে যাওয়ার বদলে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মনোবল আরও বেড়েছে বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, ওই পার্টি অফিস পরিদর্শনে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বিজেপির দুর্বলতা এবং জনভিত্তি হারানো নিয়ে ঝাঝালো ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন। সেখানেই থেমে না থেকে তিনি কৌশলে ত্রিপুরায় উপজাতি ও অনুপজাতি উভয় অংশের মানুষের ঐক্যে ফাটল ধড়ানো এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলেও তিপরা মথা এবং বিজেপিকে নিশানায় নিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছেন। সবমিলিয়ে মানিক সরকার আজ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার বার্তা দিয়েছেন।

গতকাল দুর্বৃত্তদের লাগানো আগুনে মান্দাইয়ে সিপিএম পার্টি অফিস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ সেই জতুগৃহ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। টিটিএএডিসি-র প্রাক্তন মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা-কে সাথে নিয়ে তিনি পার্টি অফিসের পুরোটাই ঘুরে দেখেছেন। এরপর তিনি সেখানে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন।

তিনি ওই ঘটনায় সরাসরি বিজেপি-কে নিশানা করে বলেন, শক্তি নয়, শাসক দল এভাবে তাঁদের দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে। সাড়ে সাত বছরে সরকার পরিচালনায় জনভিত্তি বৃদ্ধির বদলে ক্রমশ কমছে, সেই ভীতির বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে। তাঁর কথায়, বিজেপি সরকারের শাসনে সকল অংশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কারণ, জনকল্যাণে তাঁদের ইতিবাচক কর্মসূচী নেই। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। মানব সম্পদের উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই গুণগত শিক্ষার প্রসারে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগেও গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। আজ আগরতলার রামনগর উচ্চতর মাধ্যমিক (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হেজামারাস্থিত বড়কাঠাল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন, দারোগামুড়া (ইংরেজি মাধ্যম) উচ্চবিদ্যালয়ের নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবন, রাণীরবাজারস্থিত সুকান্ত (ইংরেজি মাধ্যম) একাডেমির সম্প্রসারিত ভবন এবং আগরতলার ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিট পরীক্ষা: মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সচিবালয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। আগামী ৪ মে (রবিবার) অনুষ্ঠিত হবে নিট (ইউ.জি.) পরীক্ষা। এই উপলক্ষ্যে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই বৈঠকে মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা, ডি.জি.পি. (ইন্টিলিজেন্স) অনুরাগ, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পরীক্ষার দিনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তৃত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যার পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ মে।। কৈলাসহর বিধানসভায় বিজেপি দলের গোষ্ঠীকোন্দল অব্যাহত রয়েছে। এবার স্থানীয় মন্ডল নেতাদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে এবং ওয়াকফ সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে রাঙ্গাউটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের নির্বাচিত এক পঞ্চায়েত সদস্যা পঞ্চায়েতের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করলেন।

রাঙ্গাউটি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের বিজেপি দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা মিসফারুন নেছা সাম্প্রতিককালে গৌরনগর ব্লকের বিডিও নবারুন চক্রবর্তীর নিকট পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। এব্যাপারে মিসফারুন নেছার শ্বশুর জহির উদ্দিন পয়লা মে উনার বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান যে, সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ সংশোধনী যে বিল তৈরি করেছেন সেটা উনারা মানতে পারছেন না। বিজেপি কৈলাসহর মন্ডলের পক্ষ থেকে উনাদের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ করা হচ্ছে না। তাছাড়া বিজেপি কৈলাসহর মন্ডলের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সাংগঠনিক কর্মসূচী কিংবা সাংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বৈঠক ও আন্দোলনে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে না। তাই স্থানীয় মন্ডলের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে মিসফারুন নেছা গৌরনগর ব্লকের বিডিও নবারুন চক্রবর্তীর নিকট পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন।

অনলাইন পরিষেবা নিয়ে ট্রাফিক দপ্তরের নিয়মে ক্ষুব্ধ অটোচালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাজধানীতে অনলাইন পরিষেবা দেওয়া চালকদের অটো চালাতে দিচ্ছে না ট্রাফিক দপ্তর। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ তুলে অটোচালকদের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো হয়।

রাজধানীর যানজট নিরসনের জন্য নতুন নিয়ম চালু করেছে ট্রাফিক দপ্তর। আর দফতরের এই নিয়মে একাংশ অটোচালক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে অটোচালকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর রামনগর বাণীবিদ্যাপীঠ স্কুল সংলগ্ন কার্য্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী-বিধায়কদের উপস্থিতিতে অফার বিলি নিয়ে স্বচ্ছতার প্রশ্ন তুললেন জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অনুষ্ঠান করে চাকরির অফার বিলি করা হয়নি। বর্তমান সময়ে মন্ত্রী-বিধায়কদের হাত ধরে অফার বিলি করা হচ্ছে। আসলে তাতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো হচ্ছে। আজ বিজেপি সরকারের স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির দাবি নিয়ে এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এইভাবে অনুষ্ঠান করে চাকরির অফার বিলি করা হয়নি। এমনকি, কেউ বলতে পারবে না বামফ্রন্ট আমলে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে অফার লেটার বিতরণ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট আমলে চাকরির ইন্টারভিউ হয়েছে এবং প্রক্রিয়া শেষে ডাক যোগে অফার লেটার বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সময়ে মন্ত্রী-বিধায়কদের হাত ধরে অফার বিলি করা হচ্ছে। এটা কি রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো নয় কি, বলে প্রশ্ন তুললেন তিনি। এদিন তিনি আরও বলেন, পিএসডি ডিগ্রি প্রাপ্তরা এখন জেআরবিটি গ্রুপ ডি-র চাকরী পাচ্ছেন।

বিজেপি সরকারের আমলে বেকার সমস্যা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পাচ্ছেন না। উল্টো বহি:রাজ্যের যুবক যুবতীরা পড়াশোনা কম হয়েও চাকুরী পাচ্ছেন। কিন্তু বিজেপি সরকার দাবি করছে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে চাকরী দেওয়া হচ্ছে। কাকে বোকা বানাচ্ছে সরকার, বলে প্রশ্ন ছুঁড়েন তিনি। তাঁর কথায়, বিভিন্ন দপ্তরের প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে। তারপরও সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না।

রক্ত দিয়ে রোগীর জীবন বাঁচালেন জিবির দুই চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে রক্তদান করে এবার নজির স্থাপন করলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের দুই চিকিৎসক। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে তেমনি চিকিৎসকদের মধ্যেও ইতিবাচক মানসিকতার এবং মানবিকতার বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে রাজ্যে। চিকিৎসকগণ শুধুমাত্র রোগীদেরকে স্বাস্থ্য পরিষেবাই প্রদান করেন না, মানবিক দিক দিয়েও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে রোগীদের জীবন বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন।

গতকাল জরুরীভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের জন্য চিকিৎসকগণ স্ব-উদ্যোগী হয়ে রক্ত দিয়ে জীবনদান করলেন শান্তিরবাজারের বাসিন্দা এক রোগিনীকে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে গত ১৭ মার্চ ২০২৫ ঐ রোগিনী ভর্তি হয়েছিলেন। রোগিনী ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। চিকিৎসকরা রোগিনীর কোলেডোক্যাল সিস্ট উইথ নিওপ্লাজম অব প্যানক্রিয়াস শনাক্ত করেন। রোগিনীর জীবন রক্ষার্থে জরুরীভিত্তিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৩ মে, ২০২৫ ইং
১৯ বৈশাখ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জাতীয় জাতি জনগণনা

জাত গণনা কেন্দ্রীয় সরকারের এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইয়া প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাইয়াছে। বিরোধীদের এই ইসুকে পুজি করিয়া রাজনীতি না করিবার জন্য বিজেপি দলের পক্ষ হইতে বলা
হইয়ায়েছে। ২০২১ সালের জনগণনা পিছাইয়া যাওয়ার পর ২০২৬ সালে তাহা সম্পন্ন হওয়ার প্রত্যাশা থাকিলেও, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটে মাত্র ৫৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় জাতি জনগণনা নিয়া মোদী সরকারের সদিচ্ছা নিয়াই প্রশ্ন উঠিয়াছে।২০১৯ সালে কেন্দ্র সরকার ২০২১ সালের জনগণনার জন্য ৮,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছিল। সেই তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতিতে এই খরচ ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হওয়ার কথা। অথচ বাজেটে যে সামান্য অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে, তাহাতে সরকারের পক্ষ থেকে জনগণনা করানোর বাস্তব কোন ইঙ্গিতই নাই।

জনগণনা শুরুর পর তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করিতে অন্তত ১০ মাস সময় লাগে। কংগ্রেসের অভিযোগ, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবেই এই প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত করিতেছে যাহাতে ২০২৬-এর মধ্যে রিপোর্ট প্রকাশ না হয় ।কংগ্রেসের দাবি, মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ বিল পাস করিয়াও সরকার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করেনি। সেই ধারা অনুসরণ করিয়াই হয়তো বিহার নির্বাচনের আগে জাতি জনগণনার প্রতিশ্রুতি দিয়া রাজনৈতিক ফায়দা তুলিবারর চেষ্টা করিবে বিজেপি। , কিন্তু বাস্তবে কোন পদক্ষেপ নেবে না ।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১১ বছরে জাতি জনগণনা বিষয়ে চুপ থাকিয়াছেন এবং মাঝে মধ্যে একে 'বিভাজনমূলক' ও 'পাপ' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। কংগ্রেস চায়, সরকার সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকিয়া অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করুক এবং জনগণনার নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করুক। তাহারা আরও চায়, ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সীমা ভাঙিতে হইলে একটি সংবিধান সংশোধন করিয়া ওবিসি, এসসি ও এসটিদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিতে হইবে।

তামিলনাড়ুর মতোই অন্যান্য রাজ্যেও ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ কার্যকর করিতে হইলে ৯ম তফসিলে সংশ্লিষ্ট আইন অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। জাতি সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে, উচ্চবর্ণের সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশ হ ইলেও তারা ১০ শতাংশ ইডব্লিউএস সংরক্ষণ পাইতেছে এবং চাকরির বণ্টনে অগ্রাধিকার ভোগ করিতেছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সরকারের 'কথা ও কাজের মিল' দেখিতে চায়। জাত গণনা নিয়া বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করিবার কোন যৌক্তিকতা থাকিবে না। সরকারকে এই ইস্যুতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

গুজরাট প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও শীর্ষ নেতাদের শুভেচ্ছা বার্তা

নয়াদিল্লি, ১ মে: আজ গুজরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দেশের শীর্ষ নেতারা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টে বলেন, গুজরাট তার সংস্কৃতি, উদ্যম ও প্রাণবন্ততার মাধ্যমে এক বিশেষ পরিচয় তৈরি করেছে। তিনি বলেন, গুজরাটবাসী বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা ও উৎকর্ষ অর্জন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের আরও উন্নতি এবং নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর কামনা করেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও গুজরাট দিবসে রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গুজরাট তার প্রাকৃতিক সম্পদ, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আতিথেয়তার জন্য পরিচিত। রাজ্যবাসীর প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতা আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। তিনি গুজরাটের অগ্রগতি এবং উৎকর্ষের কামনা করেছেন।

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় গুজরাট ও মহারাষ্ট্র উভয় রাজ্যের রাষ্ট্রত্ব দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। গুজরাটের জন্য তিনি অব্যাহত উন্নয়ন এবং নতুন শিখর ছোঁয়ার কামনা করেন। তিনি মহারাষ্ট্রের সামাজিক সংস্কার, সাংস্কৃতিক জীবন্ততা এবং অর্থনৈতিক নেতৃত্ব-এর প্রশংসা করে বলেন, এই ঐতিহ্য জাতীয় গৌরবের প্রতীক হয়ে উঠেছে। তিনি মহারাষ্ট্রের ভবিষ্যতের সফলতা কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গুজরাটবাসী, বিশেষত ভারতের বাইরে থাকা গুজরাটি সম্প্রদায়ের প্রতিও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, গুজরাট হল মহাত্মা গান্ধী এবং লৌহপুরুষ সরদার বল্লভভাই প্যাটেল-এর পবিত্র জন্মভূমি। গুজরাটবাসী তাদের প্রতিভা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়ে গোটা বিশ্বে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। রাষ্ট্রপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, গুজরাট আগামী দিনে উন্নয়নের নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে এবং ভারতকে বিশ্বশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নতুন আর্থিক সুযোগ সৃষ্টি করবে 'ওয়েভস': তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

মুম্বই, ১ মে: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ওয়ার্ল অডিও ভিজ্যুয়াল এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস) নতুন ধরনের অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং সৃষ্টিশীল পেশাজীবীদের জন্য একটি বৈশ্বিক মঞ্চ তৈরি করবে।

আজ মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল কনভেনশন সেন্টারে প্রথম 'ওয়েভস' সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, এই সম্মেলনের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল শিল্পীরা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং তারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন।

শ্রী বৈষ্ণব ঘোষণা করেন যে, ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মুম্বইয়ে একটি ভারতীয় সৃষ্টিশীল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এই প্রতিষ্ঠান 'ওয়েভস'-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুম্বইকে একটি বৈশ্বিক সৃষ্টিশীল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন, ভারতীয় কনটেন্ট বিশ্বজুড়ে চাহিদা পাচ্ছে এবং এই ধরণের উদ্যোগ ভারতের সৃষ্টিশীল অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

জার্মানিতে ফ্রেডরিখ মার্জের নেতৃত্বে নতুন ফেডারেল সরকারের পথ সুগম

বার্লিন, ১ মে: জার্মানিতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন নেত্রী ফ্রেডরিখ মার্জ-এর নেতৃত্বে নতুন ফেডারেল সরকার গঠনের পথ পরিষ্কার হয়েছে।

সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি জানিয়েছে যে, তাদের সদস্যরা ইউনিয়ন পার্টির সঙ্গে জোট সরকার গঠনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এই অনুমোদনের মাধ্যমে ঙ্খঙ্গডড, তার সহযোগী দল ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন এবং ছঞ্ঙ্গ-এর মধ্যে গঠিত নতুন জোট সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতে চলেছে।

ঙ্খঙ্গডডও ঙ্খছডড-এর মধ্যে সমঝোতার পর এই সিদ্ধান্ত আসে এবং সোমবার বার্লিনে বিশেষ সম্মেলনে ঙ্খঙ্গডড জোট চুক্তিকে অনুমোদন দেয়।

সোমবার ছঞ্ঙ্গ-এর অনুমোদনের পর, বার্লিনে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে যেখানে জোট চুক্তিতে স্বাক্ষর, মন্ত্রিসভা গঠন সংক্রান্ত ঘোষণা, এবং নতুন সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কাশ্মীর ও কাশ্মীরি

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্জি

কাশ্মীর, হিমালয় পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি মনোরম অঞ্চল। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য জগৎবিখ্যাত। পূর্বে কাশ্মীর বলতে মূলত কাশ্মীর উপত্যকাকেই বোঝানো হতো, কিন্তু বর্তমানে এর মধ্যে জম্মু, লাদাখ, আজাদ কাশ্মীর এবং গিলগিট-বালতিস্তানও অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলটি ভারত, পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে বিতর্কিত।

ঐতিহাসিকভাবে কাশ্মীর হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীতে এখানে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটে। মুঘল ও আফগানদের পর উনিশ শতকে শিখ এবং তারপর ডোগরা রাজারা কাশ্মীর শাসন করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর কাশ্মীর একটি বিতর্কিত অঞ্চলে পরিণত হয়। এখানকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হতে চাইলেও, হিন্দু রাজা হরি সিং ভারতের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়। বর্তমানে কাশ্মীর অঞ্চলের প্রায় ৫৫ শতাংশ ভারতের অধীনে (জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল), ৩০ শতাংশ পাকিস্তানের অধীনে (আজাদ কাশ্মীর ও গিলগিট-বালতিস্তান) এবং ১৫ শতাংশ চীনের অধীনে (আকসাই চীন ও ট্রান্স-কারাকোরাম ট্র্যাক্ট)।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। এখানে রয়েছে উঁচু পর্বতমালা, গভীর উপত্যকা, স্বচ্ছ হ্রদ এবং সবুজ বনানী। শ্রীনগরের ডাল লেক, গুলমার্গ ও সোনমার্গের মতো সুন্দর স্থান পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এখানকার হস্তশিল্প, বিশেষ করে কাশ্মীরি শাল, বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত।

তবে, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সীমান্ত সমস্যা কাশ্মীরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ রেখা (Line of Control) প্রায়শই উত্তপ্ত থাকে। কাশ্মীর সমস্যা একটি দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক সংঘাত যা মূলত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। এছাড়াও, এই অঞ্চলের উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে চীন ও ভারতের মধ্যেও বিরোধ রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিভক্তির পর এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়, যখন ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই প্রাক্তন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সম্পূর্ণ অংশের মালিকানা দাবি করে। এই বিরোধের জেরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ এবং বেশ কয়েকটি ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: * ১৮৪৬: দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের পর, ব্রিটিশরা কাশ্মীর উপত্যকা রাজা গুলাব সিংকে বিক্রি করে দেয়, যিনি জম্মু ও লাদাখেরও শাসক ছিলেন। * ১৯৪৭: ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হওয়ার সময়, কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু মহারাজা হরি সিং সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে তিনি ভারত না পাকিস্তানে যোগদান করবেন নাকি স্বাধীন থাকবেন। * অক্টোবর ১৯৪৭: পাকিস্তানের দিক থেকে উপজাতীয় মিলিশিয়া কাশ্মীরে আক্রমণ করলে, মহারাজা হরি সিং ভারতের সামরিক সহায়তার বিনিময়ে বিতর্কিত "ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাক্সেসন"-এ স্বাক্ষর করেন এবং কাশ্মীর আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। * ১৯৪৭-৪৮: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধ শুরু হয়। * ১৯৪৮: ভারত কাশ্মীর সমস্যাটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। * জানুয়ারি ১৯৪৯: জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয় এবং একটি নিয়ন্ত্রণ রেখা (লাইন অফ কন্ট্রোল বা এলওসি) তৈরি হয় যা কাশ্মীরকে দুটি অংশে বিভক্ত করে - ভারতীয়-শাসিত কাশ্মীর এবং পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীর।* পরবর্তী দশক: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত থাকে এবং কাশ্মীর নিয়ে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। * ১৯৮৯: ভারতীয়-শাসিত কাশ্মীরে পাকিস্তান-সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির উত্থান ঘটে, যা সহিংসতা আরও বাড়িয়ে তোলে। * ১৯৯৯: কার্গিল যুদ্ধ হয়, যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। * পরবর্তী বছর: নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সংঘর্ষ এবং উত্তেজনা লেগেই থাকে। * ৫ আগস্ট ২০১৯: ভারত সরকার ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার করে এবং রাজ্যটিকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করে - জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ। এই পদক্ষেপের ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। * বর্তমান পরিস্থিতি (মে ২০২৫): কাশ্মীর অঞ্চলে এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে। সম্প্রতি, এপ্রিল ২০২৫ সালে পর্যটকদের উপর একটি মারাত্মক হামলা হয়, যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ককে আরও কঠিন করে তুলেছে।

কাশ্মীর সমস্যা একটি জটিল এবং সংবেদনশীল বিষয়, যার দীর্ঘ এবং রক্তাক্ত ইতিহাস রয়েছে। এর সমাধান এখনও অধরা রয়ে গেছে এবং এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য এটি একটি বড় হুমকি। কাশ্মীরে বসবাসকারী লোকেদের কাশ্মীরি বলা হয়। কাশ্মীরি একটি জাতিগোষ্ঠী এবং সেই অঞ্চলের প্রধান ভাষা। তারা মূলত কাশ্মীর উপত্যকায় এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বাস করে। কাশ্মীরে বসবাসকারী মানুষদের মানসিকতা একটি জটিল বিষয়, যা ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলির দ্বারা প্রভাবিত। সেখানকার মানুষের মানসিকতাকে কয়েকটি প্রধান দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে:

সংঘাত ও অনিশ্চয়তা: দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত ও রাজনৈতিক অস্থিরতা কাশ্মীরীদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বহু বছর ধরে চলা সহিংসতা, নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সেখানকার মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং হতাশার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই প্রিয়জন হারিয়েছেন বা traumatic অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন।

সহানুভূতি ও আতিথেয়তা: এত প্রতিকূলতার পরেও কাশ্মীরীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী আতিথেয়তা এবং সহানুভূতির জন্য পরিচিত। তারা অতিথিদের উষ্ণভাবে স্বাগত জানায় এবং সাহায্য করতে দ্বিধা করে না। এই বৈশিষ্ট্যটি তাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সহনশীলতা): কাশ্মীরীরা বহু বছর ধরে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আসছে। তারা তাদের সাহস, ধৈর্য এবং স্থিতিশীল থাকার ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিকূলতাকে জয় করার এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে প্রবল।

পরিচয় ও সংস্কৃতি: কাশ্মীরীদের একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয় রয়েছে। 'কাশ্মীরিয়াত' নামক একটি বিশেষ ঐতিহ্য তাদের মধ্যে প্রচলিত, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সহাবস্থান এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধের উপর জোর দেয়। তারা তাদের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং রীতিনীতির প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী। আশা ও আকাঙ্ক্ষা: যদিও কাশ্মীরীরা অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে, তবুও তাদের মধ্যে উন্নত ভবিষ্যতের আশা বিদ্যমান। তারা শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা রাখে। বিশেষ করে যুব সমাজ শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং একটি স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখে।

ক্ষোভ ও হতাশা: দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং উন্নয়নের অভাবের কারণে কিছু কাশ্মীরীর মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার অনুভূতিও দেখা যায়। তারা মনে করতে পারে যে তাদের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। ধর্মীয় বিশ্বাস: কাশ্মীরীদের অধিকাংশই মুসলিম এবং ধর্ম তাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের মানসিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রদান করতে পারে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কাশ্মীরে বসবাসকারী সকল মানুষের মানসিকতা একরকম নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি ও চিন্তাভাবনা থাকতে পারে। তবে, উপরে উল্লেখ করা দিকগুলি সাধারণভাবে কাশ্মীরীদের মানসিকতার একটি চিত্র তুলে ধরতে সাহায্য করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবস্তরের কতটা কাছাকাছি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপরিসীম ক্ষমতার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। এর কিছু ঝুঁকিও আছে। এই বিপদগুলো ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে শুরু করেছি। নোম চমস্কি থেকে শুরু করে রজার পেনরোজের মতো চিন্তাবিদেরা বারবার এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক করছেন। কিন্তু এর ফলাফলটা কেমন হতে পারে। আমাদের করণীয় কী? *আসিফ*

২০২৩ সাল। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআইয়ের গুরুতর সমস্যাগুলো প্রসারিত হওয়া শুরু করে। বেলজিয়ামের এক ব্যক্তি নিয়মিত 'এলিজা' নামের একটি এআই চ্যাটবটের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেন। ওই বছরের মার্চে তিনি আত্মহত্যা করেন। চ্যাটবটের হাতে 'খুন হওয়া' লোকটির স্ত্রী জোর দিয়ে বলছেন, ওই এআই প্রোগ্রামের সঙ্গে তাঁর স্বামীর যোগাযোগই তাঁকে নিজের জীবন শেষ করতে বাধ্য করেছে। বেলজিয়াম সরকার মনে করছে, ঘটনাটি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত' এবং 'এআই ব্যবহারের বিপদ যে এখন বাস্তবতা, তা বিবেচনা করা প্রয়োজন'।

বিজ্ঞানীরা বিংশ শতাব্দীজুড়ে বহির্জাগতিক প্রাণ অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যে সিলিকনভিত্তিক প্রাণ মানুষ বহির্জগতে খুঁজে মরছে, সেই সিলিকননির্ভর বুদ্ধিবৃত্তি কৃত্রিমভাবে পৃথিবীতে প্রায় তৈরি করে ফেলেছে মানুষ। সেটা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটির দিকে। অর্থাৎ বহির্জগতে সেই অতি বুদ্ধিমান প্রাণের (যদি থেকেও থাকে) সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই মানুষ দেখা পেয়ে যাবে নিজের সৃষ্ট সিলিকননির্ভর প্রাণের। কিন্তু খোদ কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তিবিষয়ক গবেষকেরা দুশ্চিন্তায় আছেন। বাস্তবের সিলিকন সত্তা দেখার আগেই পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে কার্বনভিত্তিক মানুষের, নিজের সৃষ্ট এই সিলিকনভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে। এটাকে একধরনের পরিহাসও বলা যেতে পারে। এর কিছু আগাম সতর্কবার্তা আমরা পাচ্ছি। টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটি বা প্রযুক্তিগত অনন্যতা আসলে এমন এক প্রাযুক্তিক বিশ্বব্যবস্থা, যেখান থেকে আর পেছনে ফেরার সুযোগ থাকবে না আমাদের। এআই মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে আরও দ্রুত হারে স্ব---উন্নয়নের মাধ্যমে সুপার ইন্টেলিজেন্স তৈরি করবে, যাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে কি না, তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। প্রযুক্তিগত সিঙ্গুলারিটি ধারণার প্রবর্তক রে কার্জ উইল তাঁর সিঙ্গুলারিটি ইজ নিয়ার গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ করেছেন। তিনি মানবতার ভবিষ্যৎ চিত্রিত করেছেন কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ও জৈবিক বুদ্ধিমত্তার সম্মিলিত অস্তিত্বের একটি নতুন অধ্যায় হিসেবে। কার্জ উইল দীর্ঘকাল ধরে যুক্তি দিয়ে আসছিলেন, আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইনটেলিজেন্স বা এজিআই (সুপার ইনটেলিজেন্স) শুধু সম্ভব নয়; বরং অনিবার্য। ২০২৯ সালে তা আবির্ভূত হবে বলে তিনি পূর্বাভাস

দিয়েছেন।মহাকাশ সংস্থা স্পেস এক্স এবং অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি টেসলার উদ্যোক্তা ইলন মাস্কও কার্জ উইলের মতো এমন এক ভবিষ্যৎ কল্পনা করেন, যেখানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের সঙ্গে মিলে যায়এমন সব রকম কাজ এআই—ব্যবস্থা সম্পাদন করতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন, এজিআই ২০৩০ সালের মধ্যে মানব বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু এটি অনিয়ন্ত্রিত হলে মানবতাকে শেষ করে দিতে পারে। চ্যাটজিপিটি --- খ্যাত ওপেনএআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সিইও স্যাম অল্টম্যান। তিনিই প্রথম সাধারণের কাছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের (এলএলএম) অভাবিত কর্মক্ষমতা তুলে ধরেন, যাকে আমরা চ্যাটজিপিটি নামে চিনি। কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তার (এজিআই) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করে তিনি বলেন, এআইয়ের বর্তমান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মানুষ উল্লেখযোগ্য উৎপাদনশীলতা লাভে চ্যাটজিপিটির মতো টুলগুলো ব্যবহারের উপায় খুঁজে পেয়েছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণা শেষ পর্যন্ত এজিআইয়ের দিকে নিয়ে যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, ওপেনএআই এমন এজিআই—পরবর্তী বিশ্বের কল্পনা করছে, যেখানে মানুষ ও এজিআইয়ের মধ্যে একটি সিম্বিওটিক সম্পর্ক থাকবে, যেখানে এজিআই মানবতার তৈরি সেরা হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবে। অল্টম্যান এমন এক ভবিষ্যৎ কল্পনা করেন, যেখানে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার হাতে বিকশিত হবে একাধিক এজিআই এবং সহাবস্থান করবে। এই বৈচিত্র্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে উৎসাহ দেওয়ার মাধ্যমে এর ব্যবহারিক ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।ডিপমাইন্ডের সহপ্রতিষ্ঠাতা ডেমিস হাসাবিস আলফাফোল্ডের মাধ্যমে অ্যামিনো অ্যাসিড সিকুয়েন্সগুলো থেকে প্রোটিনের থ্রিডি কাঠামোর সঠিক পূর্বাভাস দিয়ে কাঠামোগত জীববিজ্ঞানে যুগান্তকারী প্রভাব রেখেছেন। এ জন্য হাসাবিস ও তাঁর দলকে ২০২৪ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এমন এজিআইয়ের সম্ভাব্য বিপদগুলো স্বীকার করেন এবং সতর্ক করেনএ ধরনের শক্তিশালী টুলগুলোর ব্যাপক অপব্যবহার অস্তিত্বগত ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এজিআইয়ের সতর্কতামূলক বিকাশ, এর দায়িত্বশীল ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া এবং নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য তিনি সবাইকে অনুরোধ করেন। হাসাবিস এজিআই বিকাশে ক্রম অগ্রগতির একটি পরিমাপক পদ্ধতির কথা বলেন, যাতে বুদ্ধিমত্তা উচ্চ স্তরে পৌঁছানোর আগে প্রতিটি ধাপে নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার প্রক্রিয়াগুলো নিশ্চিত হয়। স্নায়ুবিজ্ঞান-অনুপ্রাণিত পদ্ধতির মাধ্যমে এজিআইয়ের সক্ষমতা অর্জন করা যেতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।তবে নোম চমস্কি ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের জায়গা থেকে রজার পেনরোজ এআই—সংক্রান্ত গবেষণাপদ্ধতির বিরোধিতা করেছেন। চমস্কি বলছেন, শুধু অসংখ্য উপাত্তের ভিত্তিতে আরোহী বা ডিডাকটিভ পদ্ধতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চেতনার জায়গায় পৌঁছাতে পারবে না। এটা একটা বিপজ্জনক বাণিজ্যিক প্রবণতার প্রকৌশলজাত অভিঘাত। পদার্থবিজ্ঞানের জায়গা থেকে তিনি বলছেন, 'যদি সাফল্য বলতে বিপুল পরিমাণ অবিশ্লেষিত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে মোটামুটি সঠিক একটা অনুমানে আসতে পারাকে বোঝানো হয়, তাহলে চিরকাল বিজ্ঞান সবকিছুকে যেভাবে উপলব্ধি করতে চেয়েছে, সেই ধরনের উপলব্ধি অর্জন সম্ভব নয়। আমরা যা পাব তা হচ্ছে, বিভিন্ন ঘটনার একটা ভাসা ভাসা অনুমান।' রজার পেনরোজ, মানবস্তরের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সম্ভাবনা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সন্দেহ পোষণ করে আসছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে গাণিতিক কিংবা অ্যালগরিদমিক উপায়ে মানুষের চেতনা এবং উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে প্রতিলিপি করা যায় না। এটা পদার্থবিজ্ঞানের সেই মৌলিক নীতি, কোয়ান্টাম কম্পিউটার বানাতে গেলেও যা মেনে চলতে হবেঅনিশ্চয়তার নীতি, ১৯২৭ সালে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ এ নীতি আবিষ্কার করেন, এটি ২০২০ সালেও সত্যি। অনিশ্চয়তার নীতি হলো কোয়ান্টাম বলবিদ্যার দীর্ঘ ছায়াআপনি নিজের ছায়া থেকে পালাতে পারবেন না।বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিমালা বোঝা ছাড়া, শুধু পরিসংখ্যানগত অবিশ্লেষিত তথ্য দিয়ে সম্ভাবনার তত্ত্ব ব্যবহার করা, ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডের ভিত্তিতে বিকশিত এআইসম্পন্ন স্মার্ট ডিভাইসগুলো মানবসমাজে খুব একটা ভালো ভূমিকা নেবে বলে মনে হয় না। একধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে এর ফলে। বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলো সম্পৃক্ত না হওয়ায় সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ খুব অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে আমরা বুঝতে পারছি না স্মার্টফোনসহ এআই—সম্পর্কিত সব ডিভাইসের স্বরূপ। তবে এটা খুব স্পষ্ট, উল্কাপিণ্ডের অভিঘাতে গ্রহ-উপগ্রহগুলো ক্ষতবিক্ষত হওয়ার মতোই প্রযুক্তির কারণে সমাজ---সভ্যতা ও পারিবারিক বন্ধনগুলো নড়বড়ে হয়ে পড়াটা ক্রমে দৃশ্যমান হচ্ছে। ছোটরা বড়দের অভিজ্ঞতা নিতে চাইছে না। শুধু তা-ই নয়, অবজ্ঞা করছে; কিছু ক্ষেত্রে অসম্মানের পর্যায়ে পৌঁছেছে মা---বাবার সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্ক; শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক বেসামাল হয়ে পড়েছে। শুধু ছয় ইঞ্চি বাই আড়াই ইঞ্চি প্রস্থের একটি স্মার্ট যন্ত্রই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ
হয়ে উঠছে। এআই বিতর্কের অন্যতম কণ্ঠস্বর গ্যারি মার্কাস লিখেছেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জগতে কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটছে এবং তার সবটাই সুখবর নয়।' ২০২২ সালে চ্যাটজিপিটি চালু হওয়ার ঘটনাকে কম্পিউটার মেশিনের 'জুরাসিক পার্ক মুহূর্ত' বলে তিনি বর্ণনা করেন। গ্যারি মার্কাস সতর্ক করেন, হলিউডের পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের জুরাসিক পার্ক-এর ঘটনার মতোই পরিস্থিতি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। নিক বোস্ট্রম এ সময়ের একজন দার্শনিক। তিনি নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার প্রভাব নিয়ে অনুসন্ধান করেন। অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল এথিকস বা নৃতাত্ত্বিক নীতির ওপর তাঁর কাজ বিজ্ঞান ও দর্শনে নির্বাচন প্রভাবের পর্যবেক্ষণের ভূমিকাকে সম্পর্কযুক্ত করে। সুপার—ইন্টেলিজেন্স পাথ ডেঞ্জার, স্ট্র্যাটেজি শিরোনামের একটি বই লেখেন তিনি ২০১৪ সালে। এতে তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতির সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা সুপার---ইন্টেলিজেন্সের দিকে পরিচালিত করে। তিনি সুপার—ইন্টেলিজেন্সকে সংজ্ঞায়িত করেন, এমন বুদ্ধি, যেটি কার্যত সব আগ্রহের ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞানগত কর্মক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়। বোস্ট্রম সুপার---ইন্টেলিজেন্সকে একটি সুযোগ এবং একই সঙ্গে এটিকে অস্তিত্বের ঝুঁকি হিসেবে দেখেন। তিনি এআই বিকাশের সঙ্গে যুক্ত ঝুঁকি কমাতে সতর্ক কৌশলের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এজিআইয়ের ভবিষ্যৎ অন্বেষণে নিক বোস্ট্রম আমাদের সতর্কতার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ, আমরা এমন এক সময়কে নির্দেশ করছি, যেখানে বুদ্ধিমত্তা আমাদের অতিক্রম করে যেতে পারে ২০৩০-এর মধ্যে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রী টিংকু রায়ের নেতৃত্বে একটি হেল্প ডেস্কের উদ্বোধন করা হয়।

দূর্গা চৌমুহনী বাজারে নির্বাচন ঘিরে বিতর্ক, প্রাক্তন সম্পাদকের ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

আগরতলা, ১ মে: দূর্গা চৌমুহনী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন ঘিরে শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক। কার্যকালের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হলেও এখনো পর্যন্ত নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরাজ করছে তীব্র ক্ষোভ।
প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী তাপস ঘোষ নিজের উদ্যোগে কিছু অনুগত ব্যবসায়ীকে নিয়ে নির্বাচন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন এবং বটতলা ব্যবসায়ী সমিতিকে দিয়ে নির্বাচন করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০২৫ সালের ১৪ই মার্চ বটতলা বাজার ব্যবসায়ী সমিতি এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৪ই মে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে।
কিন্তু এরই মধ্যে গত ১৯ শে এপ্রিল তাপস বাবু কিছু বখাটে যুবক ও অনুগতদের নিয়ে একটি সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নেন, যে ভবিষ্যতে বটতলা বাজার ব্যবসায়ী সমিতিকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো সংগঠনের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করা হবে।ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাপস বাবু জোরপূর্বক সম্পাদক পদ আঁকড়ে রয়েছেন, যা সম্পূর্ণ অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক। তাঁর এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে বাজারের বহু ব্যবসায়ী। তাঁদের মতে, দূর্গা চৌমুহনীর ইতিহাসে এমন অনভিপ্রেত ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি।অভিযোগ আরও, পুরো প্রক্রিয়া এলাকার বিধায়ক ও বর্তমান মেয়রকে অন্ধকারে রেখে গোপনে পরিচালিত হচ্ছে। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে।

সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে এডিজিপির নিকট ডেপুটেশন বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে: সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে এডিজিপির নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল বামফ্রন্ট। আজ ডেপুটেশন প্রদান শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন বাম নেতৃত্বরা।
এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্ট কনভেনার মানিক দে বলেন, গোটা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্যব্যাপী কাজ খাদ্যের অভাবেই সাধারণ মানুষ মাঠে নামতে শুরু করেছে। রেগার কাজ নেই, এমনকি উৎসবের সময় যে কাজ করানো হয়েছে সেক্ষেত্রে টাকা প্রদান করা হচ্ছে না। এই ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এছাড়াও চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, চোরেদের আটক করতে ব্যর্থ হচ্ছে প্রশাসন। মহিলাদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে, আসামিরা অধরাই থেকে যাচ্ছে। শূন্যপদগুলি পূরণ করা হচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময় ধরে শূন্য পদগুলো পূরণ না করায় পদগুলি নিজে থেকেই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এই সকল বিষয় নিয়ে যখন বামেরা আন্দোলনে নেমেছে তখন সরকারের কাছে কোন উত্তর নেই। তাই বলপ্রয়োগ করে বামেদের ওপর হামলা হজ্জতি করা হচ্ছে। ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বামেদের পার্টি অফিস।
এদিন তিনি বলেন, এই নিয়ে দশবার আক্রান্ত হয়েছে ধর্মনগরের বামফ্রন্ট পার্টি অফিস। কিছুদিন আগে যখন ধর্মনগর পার্টি অফিসে হামলা করা হয়েছে তখন পুলিশের কাছে সাহায্য চাইলেও তারা সাহায্যের হাত বাড়ায়নি বলে অভিযোগ করেছেন মানিক দে। তিনি এই হামলায় বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর কথায়, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে পুলিশের সদর দপ্তরে ফোন করলে জেলার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।
এছাড়াও মান্দাই, ডুকলি সহ বিভিন্ন জায়গায় সিপিআইএম পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় শাসকদলের সমর্থকরা বিরোধীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। এমনকি বাম দলকে সমর্থন করায়ও বিভিন্ন জায়গায় বাম সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে এদিন এডিজিপির নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।
মানিক দে আরো জানান, অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল ঘটনাগুলি গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন। এবং এই বিষয়গুলি নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানান মানিক দে। সাধারণ মানুষকেও সরকারের এই সকল নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে আহবান জানান তিনি।

ধর্মনগরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ মে: পয়লা মে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস। আর এই প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ধর্মনগরস্থিত শ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।
বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির সভাপতি নিতু ভূষণ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক চম্পু সোম এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিলচরের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গনদিশানন্দজী মহারাজ, শ্রীভূমি জেলার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমঘনান্দজী মহারাজ।
রক্তদান শিবিরের আয়োজন সম্পর্কে আশ্রম কর্তৃপক্ষরা জানান যে ১লা মে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা দিবস। তাই প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২০০১ ইংরেজির ১লা মে থেকে ধর্মনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করা হচ্ছে। এবছর পঁচিশ তম বর্ষ। ধর্মনগর ব্লাড ব্যাংকের চিকিৎসক সহ কর্মীবৃন্দ এবং ভলেন্টিয়ার ব্লাড ডোনার্স আসেসিয়েশন এর সদস্যরা সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরটি সম্পন্ন করা হয়।। শিবিরে মোট ২১ জন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলা মিলে মোট ২৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

খসে পড়ছে স্কুল বিল্ডিং-র দেওয়াল, পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে: সালেমাতে প্রতিনিয়ত খসে পড়ছে স্কুল বিল্ডিং এর প্লাস্টার। ঝুঁকি নিয়ে বিদ্যালয়ে পাঠ নিচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। বৃহস্পতিবার এর প্রতিবাদ জানিয়ে সালেমা কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।
দীর্ঘদিন ধরে সালেমা কলোনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলছে শিক্ষক সংকট। তার মধ্যে প্রতিনিয়তই খসে পড়ছে স্কুল বিল্ডিং-র প্লাস্টার। ক্লাস রুমে নেই বৈদ্যুতিক পাখা। বৃহস্পতিবার এই সমস্ত নানা অভিযোগ তুলে আন্দোলনে নামেন ছাত্র-ছাত্রীরা।
এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এবং এই আন্দোলন থেকে অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের দাবি জানান ছাত্রছাত্রীরা। যদিও পরবর্তী সময়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বাস দিয়ে পথ অবরোধ মুক্ত করা হয়।

ধর্মনগরের বেশ কিছু স্বনামধন্য ফার্মেসির বিরুদ্ধে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ফেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ মে: উত্তর জেলার ধর্মনগরের বেশ কিছু স্বনামধন্য ফার্মেসির বিরুদ্ধে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ফেলে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। হাফলং ছড়ার কারগিলটিলায় এই মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ প্রত্যক্ষ করার পর স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, ঔষধগুলো যথাযথভাবে ধ্বংস না করে ফার্মেসির পক্ষ থেকে খোলা জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সচেতন স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ফেলে দেওয়া ঔষধের মধ্যে ছিল বেশিরভাগ ফিজিসিয়ান সিম্পল এবং বেশ কিছু নথিপত্র। কান্ডজ্ঞানহীন উক্ত ঘটনায় শিশু ও গবাদিপশুর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন এলাকাবাসীরা দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।
এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে দপ্তরের আধিকারিক বলেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন।ঘটনাটি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এছাড়া ঔষধ অপসারণের বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, এবং সেটি লঙ্ঘন করলে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান।

কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে ৩ মে এক চাকুরী মেলা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ মে: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে আগামীকাল চাকরিমেলা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট-র আয়োজন করা হয়েছে।
আজ কৈলাসহরের পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন এর রুমে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সম্পা দাস পাল, মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকার, ডিসিএম বিশ্বজিৎ দাস।
সম্মেলনে জানিয়েছেন যে আগামীকাল ৩রা মে কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে বেসরকারি চাকুরী মেলা ও স্কিল ডেভেলপমেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে মোট ৬টি বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করবে। এই চাকুরী মেলাতে কৈলাসহর মহকুমার সমস্ত বেকার যুবক যুবতীদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। বয়স সীমা ১৮ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত যেকোনো নাগরিক অংশগ্রহণ করতে পারবে। শুধু আধার কার্ড সাথে নিয়ে আসতে হবে।

দক্ষিণ জেলায় মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২মে: সাব্রুমের মনুবাজার গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত রাজীবনগর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে আজ মেগা স্পেশালিস্ট স্বাস্থ্যশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শিবিরটি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবিপি হাসপাতালের উদ্যোগে, দক্ষিণ জেলার এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সহায়তার অনুষ্ঠিত হয়।
আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ কনক চৌধুরী, ডাঃ মহেন্দ্র দেববর্মা এবং ডাঃ কৃষ্ণ ভামচী, শল্য বিভাগের ডাঃ দীপ্তেন্দু চৌধুরী , চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রতিম চন্দ্র কর, শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রিপন দেববর্মা স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ দেবাশিস সাহা, নাক কান গলা বিভাগের ডাঃ সত্যকাম চক্রবর্তী , ফরেনসিক মেডিসিন এর ডাঃ আশিস দাস, দক্ষিণ জেলার ডাঃ সাগর সম্রাট দেববর্মা , স্ত্রীও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মধুমিতা রায় , বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনুপ ভৌমিক , শ্রীনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অপথালমলজির সার্জন ডাঃ দেবশ্রী সরকার শিবিরে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেন।
শিবিরে মোট ৩৭২ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা এবং ওষুধপত্র পান। এছাড়া ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস বি ও সি , হিমোগ্লোবিন রক্ত শর্করা , এইচআইভি এবং চোখের ছানির শনাক্তকরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বটতলায় এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে কর্মসূচি পালন

আগরতলা, ১ মে: আজ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে বটতলায় এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। এদিনের কর্মসূচিতে শ্রমিক দিবসের ইতিহাস, তাৎপর্য এবং বর্তমান সময়ে শ্রমিকদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র সদস্যরা, যারা একে একে বক্তব্য রাখেন এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, ১৮৮৬ সালের শিকাগোর হে মার্কেট আন্দোলন শুধু একটি তারিখ নয়, এটি শ্রমিক শ্রেণির আত্মত্যাগের প্রতীক, যা আজও প্রাসঙ্গিক।
এই কর্মসূচিতে এস ইউ সি আই (সি)-র সদস্য ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। দলীয় সংগঠকরা জানান, আগামী দিনেও শ্রমিক স্বার্থে জনজাগরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

ড্রেন সংস্কারের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে: ড্রেন সংস্কারের কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আজ আগরতলা পুর নিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা পরিদর্শন করেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক তথা পুর নিগমের কমিশনার ডক্টর বিশাল কুমার।
আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডের অন্তর্গত এলাকাগুলির ড্রেন সংস্করণের কাজে হাত দিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। তাকে সামনে রেখে আজ পুরনিগমের ৩২নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত মাস্টারপাড়া এলাকায় পরিদর্শনে যান আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ড: বিশাল কুমার।
তিনি এলাকা সফরকালে জানান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার সুযোগ্য নেতৃত্বে আগরতলা শহর এলাকার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পানীয় জলসহ অন্যান্য পরিষেবামূলক কাজগুলো দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করা হচ্ছে। কোথাও যাতে কোন ধরনের সমস্যা তৈরি না হয় সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে বলেও এদের জানান জেলাশাসক তথা পুর নিগমের কমিশনার।।

তেলিয়ামুড়ার সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিদর্শনে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ মে: তেলিয়ামুড়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়নে গোটা রাজ্যের মধ্যে রীতিমতো নজির সৃষ্টি করেছেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়।
তেলিয়ামুড়ার আরো একটি বিদ্যালয় পেতে চলেছে বহুতল বিশিষ্ট পাকা স্কুল বিল্ডিং। নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে নির্মাণস্থল পরিদর্শনের জন্য তেলিয়ামুড়ার সারদাময়ী বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটি পরিদর্শনে যান ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। বিধায়িকার সঙ্গে এই পরিদর্শনকালে এদিন উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া আর.ডি ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিৎ ভৌমিক, এসডিও স্বপন দাস সহ অন্যান্যরা। এই স্কুল বিল্ডিংটি নির্মাণের জন্য সাত কোটি সাতষট্টি লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে জানান বিধায়িকা।

ড: বি আর আম্বেদকরের জন্মদিনকে সামনে তপশিলি রংশের নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন স্থানীয় কর্পোরেটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে: ড: বি আর আম্বেদকরের জন্মদিনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কুড়ি নং ওয়ার্ড- র কর্পোরেটর রত্না দত্তের নেতৃত্বে তপশিলি জাতি পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাবা সাহেব আম্বেদকরের ছবি তুলে দেওয়া হয়। বাবাসহেব আম্বেদকরের জন্মদিনকে সামনে রেখে মাসাধিকাল ধরে নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে রাজ্যে। তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার ২০ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্তের নেতৃত্বে তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ের লোকেদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আম্বেদকরের ছবি এবং উনার জীবনী সম্পর্কিত লিফলেট প্রদান করা হয়। সেই সাথে আম্বেদকর কিভাবে একটি নিচু পরিবার থেকে উপরে উঠে এসেছেন সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, উনার মত প্রচেষ্টা সবাইকে জারি রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সাথে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত। এই কর্মসূচিতে উনার সঙ্গে বিজেপি দলের অন্যান্য কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

তেলিয়ামুড়ায় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ মে: সিপিআই(এম)-র উদ্যোগে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও হলসভার মধ্য দিয়ে তেলিয়ামুড়ায় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হল অন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস।
তেলিয়ামুড়ায় শ্রমিক শ্রেণীর রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআই(এম) তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুভাষ নাথ। শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পার্টি রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত কুমার জমাতিয়া, মনীন্দ্র চন্দ্র দাস প্রমুখরা। নিরবতা পালন ও শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে। এরপর তেলিয়ামুড়ার সাধন কলই ভবনের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় হলসভা।
হলসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নরেশ জমাতিয়া। নরেশ জমাতিয়া ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সুভাষ নাথ ও হেমন্ত কুমার জমাতিয়া। হলসভায় পার্টি কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

এস.এম ভি.টি বেঙ্গালুরু থেকে কামাক্ষাগামী বাতানুকূল সুপারফাস্ট ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে সি.আর.এস এর তদন্ত

কলকাতা, ২মে, ২০২৫ দক্ষিণ-পূর্ব সার্কেলের রেলওয়ে নিরাপত্তা আধিকারিক (সি আর এস) ব্রিজেশ কুমার মিশ্র, ১২৫৫১ নম্বর এস.এম ভি.টি, বেঙ্গালুরু থেকে কামাক্ষা, এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনা নিয়ে আইনি তদন্ত করেছেন। এই দুর্ঘটনা এই বছর মার্চের ৩০ তারিখ ওড়িশার পূর্ব উপকূল রেলওয়ের কেন্দ্রপাড়া রোড এবং নরগুন্ডি স্টেশনের মাঝামাঝি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় একজন নিহত এবং ১১ জন আহত হন। অন্তর্বর্তীকালীন তদন্ত অনুযায়ী দুর্ঘটনাটি ট্রেন পরিচালনার কিছু ত্রুটির কারণে ঘটে। এই তদন্তের প্রাথমিক ফলাফল নিয়ে সরকারি বিবেচনা চলছে।

বর্ণাঢ্য দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠান

তারিখ ২ মে, ২০২৫ সময়- বেলা ১১টা ৩০ মিনিট স্থানঃ রামনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ইংরেজি মাধ্যম)

আমন্ত্রণ পত্র

আগামী ২ মে, ২০২৫ (শুক্রবার), বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে রামনসর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ইংরেজি মাধ্যম। প্রাঙ্গণে এই বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন এবং সেই সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বড়কাঠালিয়া উচ্চতর মায়ামক বিদ্যালয়, দাবোস মুড়া উচ্চ বিদ্যালয় (ইংরেজি মাধ্যম), ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় এবং সুকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর "নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে।

অনুঋনটিকে সম্মানিত উপস্থিতির মাধ্যমে গৌরবাহিত করবেন-

উদ্বোধক ও প্রধান অতিসি — প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা সরকার।
সম্মানিত অতিথি — শ্রী সুশান্ত চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা বিষয়ক, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার।
সম্মানিত অতিথি — শ্রী বৃষকেতু দেববর্মা, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর ত্রিপুরা সরকার
সম্মানিত অতিথি — শ্রী দীপক মজুমদার, মানদ্রা মেম্বর, আগরতলা পুর নিগম ও মাননীয় সদস্য, ত্রিপুরা বিধানসভা
বিশেষ অতিথি — শ্রী রাডাল হেমেন্দ্র কুমার, বিশেষ সচিব, শিলন দণ্ডব, অপুর।

আপনার সানুবাস উপস্থিতিতে নন্দিত হোক এই বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

তারিখ: ০১ দে ২০২৫

ICA/D-132/25

সশ্রদ্ধ অভিবাদন সহ এন.সি.
শর্ম অধিকর্তা বিদ্যালয় শিক্ষা দায় ত্রিপুর সরকার

NIT NO: e-PNIT-02/EE/RDD/STC/2025-2026
Dated:-Approve Date

The Executive Engineer, R.D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11:00 A.M. of 21/05/2025 for 4(four) construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact
at M-8414936533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-383/25

Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/EE/MCD/PWD(R&B)/2025-26, Dated:-30-04-2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3.00 PM on 21-05-2025 for the following works:-
DNIeT No : ACE/Project Unit/PWD(Buildings)/DNIT/06/2025-26
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436452719 (M) // 9436460369
(M). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-380/28

Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B),
ILS Hospital Road, Agartala, West Tripura

Government ITI Belonia, South Tripura-799155
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
Reference No: No.F.ITI/BLN/STR(GEN)/3(16) /2023 /I/635259/2025

Sealed Quotations on Plain Paper are invited from distributors/shops/co-operative/ firm for supply of
'Office stationeries' at Government Industrial training Institute, Belonia as per terms & Conditions,specification.
For detailed notification please visit Institute webpage www.itibelonia.in .
Last date of receiving quotation at I.T.I Belonia is extended up to 17/05/2025 (during office hours).

Sd/-
Principal
I.T.I. Belonia

ICA/C-374/25

NOTICE INVITING E-TENDER

In cancellation of earlier notice vide memo No.F.19(5)/ DM/W/NAZ/ tender/ 2023-24/220 dated 25.04.2025 & tender id No. 2025_DMW_60716_1 for supply of stationery articles, toner for photocopier and toner cartridge etc. for the use of office of the District Magistrate and Collector, West Tripura upto the period of March, 2026.
Accordingly, the tender will be received through e-tendering from 1st May 2025 at 11:00 AM to 12th May 2025 at 03:00 PM, and will be opened on 12th May 2025 at 3:30 PM, if possible. Details on website https:// tripuratenders.gov.in and https://westtripura.nic.in.
ICA/C/363/25

(Head of Office/DDO)
O/o the District Magistrate & Collector,
West Tripura District

PNIT NO: e-PT- III/EE/RD/ABS/2025-26 DATED-29/04/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa,Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 03:00 P.M. on 08/05/2025 for 03(Three)nos. Construction work at different site under the jurisdiction of R.D Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/357/25

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

কাজের সন্ধান

অনলাইনে ইন্টারভিউর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে সুপারভাইজর

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ব্যাঙ্কে চাকরি বিশেষ করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় নিয়োগের পরীক্ষার জন্য সারা দেশ জুড়েই বেশ কিছু ইন্টারভিউ কেন্দ্র রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ বলা যায়। অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে বা সরাসরি ইন্টারভিউ। সিবিআই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় বি.সি সুপারভাইজর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, এমএসসি/ এমবিএ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে, দরখাস্তের প্রিন্টআউট নির্দিষ্ট ঠিকানায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠাতে হবে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। তবে শীঘ্রই ইন্টারভিউ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১০-০৫-২০২৫-এ ২১ থেকে ৪৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ সম্ভাব্য ৫০০-এর মধ্যে এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিওএস-এর জন্য সংরক্ষিত পদ যেমন রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে বেশ কিছু পদ। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু পদ রয়েছে নিয়ম মেনে। শূন্য পদের বিভাজন, পদের নাম, পদের সংখ্যা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলো হলো ঃ— ক্রমিক নং ১ ঃ পদের নাম ঃ বি.সি সুপারভাইজর। আঞ্চলিক সদর কার্যালয়ের অধীনে চাকরি, প্রাথমিক অবস্থায় চুক্তিভিত্তিক। রিটায়ার্ড ব্যাঙ্ক স্টাফদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু পদ। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার নিরিখে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও বিশেষ ছাড় রয়েছে। ইয়ং প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ২১ থেকে ৪৫ -এর মধ্যে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে এমএসসি বা এমবিএ পাশ বা উচ্চশিক্ষিত বা অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়সের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত পদে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। উল্লেখ্য, আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে বয়স, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে। প্রয়োজনে অনলাইনে পরীক্ষাও নেওয়া হতে পারে। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য গ্রুপ ডিসকাশনে বা ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। বহিঃরাজ্যে পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে শীঘ্রই ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার পাঠানো হবে বা ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের ভিত্তিতে। রখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১০ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১০ জুলাই। পাশাপাশি দরখাস্তের প্রিন্টআউট নির্দিষ্ট ঠিকানায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রি পোস্টে পাঠাতেও হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর, (প্রয়োজনে) বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ ও হাতের লেখা ডিক্লারেশন ইত্যাদি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি-র জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে নিয়মিত দেখতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, নির্দিষ্ট ঠিকানায়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে ফোনে অথবা হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, এক কপি পাঠিয়ে অপর কপি নিজের কাছে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এনসিবি-তে **ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে।শূন্যপদ ঃ ১২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেকপাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিআরডিও-তে **এপ্রেন্টিস, ট্রেনি**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ ২৩ মে, তবে পরীক্ষা কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিআইএস-এ **কনসালটেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক/ বিএসসি ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় নিগমের অধীনে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনে **ডিরেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে **সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, এমএসসি/ এমবিএ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৯৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় নিগমের অধীনে **পঞ্চায়েত পশু সেবক, ডিইও, অফিসার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২,৯৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই, বিটেক ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় অর্থ দপ্তরের অধীনে **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা আইটি/ কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং/ বিসিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র ওভারম্যান, মাইনিং সর্দার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে **অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, পিজি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর (এনসিবি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিই, বিটেকপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা/ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস, ট্রেনি (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ মে,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ ২৩ মে, তবে পরীক্ষা কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনসালটেন্ট (বিআইএস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক/ বিএসসি ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (কেন্দ্রীয় নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডিরেক্টর (কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ মে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর (সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, এমএসসি/ এমবিএ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৯৯৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **পঞ্চায়েত পশু সেবক, ডিইও, অফিসার (কেন্দ্রীয় নিগম)**,
শূন্যপদ ঃ ১২,৯৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই, বিটেক ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা আইটি/ কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং/ বিসিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ওভারম্যান, মাইনিং সর্দার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, পিজি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে।

রেল দপ্তরে ৯,৯৭০ লোকো পাইলট অনলাইনে দরখাস্তের প্রস্তুতি চলছে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রেল মন্ত্রকে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়মিতই চলছে। ইতোমধ্যে লোকো পাইলট নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তুতি চলছে। ভারতীয় রেল মন্ত্রকের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া ইতোমধ্যে শুরু হবে। শূন্যপদ ঃ ৯৯৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ প্রচার মাধ্যমে এবং কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে ৯,৯৭০ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে বিশেষ করে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১১-৫-২০২৫-এর হিসেবে নির্দিষ্ট বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৯,৯৭০টি'র মধ্যে জোনাল রেলওয়ে বিভাজন এই রকমঃ ক্রমিক নং (১) - সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৩৭৬টি, ক্রমিক নং (২) - ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৭০০টি, ক্রমিক নং (৩) - ইস্ট কোস্ট রেলওয়ে ১৪৬১টি, ক্রমিক নং (৪) - ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৭৬৮টি, ক্রমিক নং (৫) - নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৫০৮টি, ক্রমিকনং (৬) - নর্থ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৩৭৬টি, ক্রমিক নং (৭) - নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে ১২৫টি, ক্রমিক নং (৮) - নর্দার্ণ রেলওয়ে ৫২১টি, ক্রমিক নং (৯) - নর্থ ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ৬৭৯টি, ক্রমিক নং (১০) - সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৯৮৯টি, ক্রমিক নং (১১) - সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৫৬৮টি, ক্রমিক নং (১২) - সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৭৯৬টি, ক্রমিক নং (১৩) - সাউদার্ণ রেলওয়ে ৫১০টি, ক্রমিক নং (১৪) - ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ে ৭৫৯টি, ক্রমিক নং (১৫) - ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে ৮৮৫টি, ক্রমিকনং (১৬) - মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা ২২৫টি। পদগুলোতে এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত পদ থাকবে। অসংরক্ষিত পদও থাকবে প্রচুর। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে, শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। সব ক'টি পদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বেতনক্রম, মেডিক্যাল স্ট্যান্ডার্ট, বয়সের সীমারেখা, যোগ্যতা জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১১ মে-র মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্তবুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ২০২৫/ই(এমপিপি)/ ২৫/ ১৩/ এএলপি, সেন্ট্রালাইজড নং ০১/২০২৫ (এএলপি), তারিখ - ১৯ মার্চ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে শুরু ভারতীয় নিগমে ১২,৯৮১ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে ভারতীয় পশুপালন নিগম লিমিটেডের তত্বাবধানে পঞ্চায়েত পশু সেবক, তহশীল ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন অফিসার (ডিইও), চীফ প্রজেক্ট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২,৯৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই, বিটেক ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — বহিঃরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ভারতীয় পশুপালন নিগম লিমিটেডের তত্বাবধানে পঞ্চায়েত পশু সেবক, তহশীল ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন অফিসার (ডিইও), চীফ প্রজেক্ট অফিসার ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ১১-০৫-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বা ততোর্ধ্ব বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বর ০১/ বিপিএনএল/ ২০২৫-২৬। তারিখ ২৯-০৪-২০২৫।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ১১ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১১ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থিবাছাই হবে প্রাথমিক কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — ক্রমিক নং (১) চীফ প্রজেক্ট অফিসার, শূন্যপদ ৪৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা পিজি পাশ, এমবিএ/ এমটেক/ এমএসসি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ৪০ থেকে ৬৫ বছর। ক্রমিক নং (২) ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন অফিসার, শূন্যপদ ৪৪০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ। বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছর। ক্রমিক নং (৩) তহশিল ডেভেলপমেন্ট অফিসার, শূন্যপদ ২১২১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। বয়স ২১ থেকে ৪০ বছর। ক্রমিক নং (৪) পঞ্চায়েত পশু সেবক, শূন্যপদ ১০,৩৭৬টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছর। রাজ্যওয়ারি বিভাজন, ক্রমিক নং (১) উত্তর প্রদেশের জন্য পঞ্চায়েত পশু সেবক - ১৭৫০টি, তহশীল ডেভেলপমেন্ট অফিসার - ৩৫০টি, ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন অফিসার (ডিইও) - ৭০টি, চীফ প্রজেক্ট অফিসার - ৭টি শূন্যপদ। ক্রমিক নং (২) মধ্য প্রদেশের জন্য পঞ্চায়েত পশু সেবক - ১২৫০টি, তহশীল ডেভেলপমেন্ট অফিসার - ২৫০টি, ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন অফিসার (ডিইও) - ৫০টি, চীফ প্রজেক্ট অফিসার - ৫টি শূন্যপদ। ক্রমিকনং (৩) রাজস্থানের জন্য পঞ্চায়েত পশু সেবক - ১০০০টি, তহশীল ডেভেলপমেন্ট অফিসার - ২০০টি, ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন অফিসার (ডিইও) - ৪০টি, চীফ প্রজেক্ট অফিসার - ৪টি শূন্যপদ। ক্রমিক নং (৪) ছত্তিশগড়ের জন্য পঞ্চায়েত পশু সেবক - ৭৫০টি, তহশীল ডেভেলপমেন্ট অফিসার - ১৫০টি, ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন অফিসার (ডিইও) - ৩০টি, চীফ প্রজেক্ট অফিসার - ৩টি শূন্যপদ। ক্রমিকনং (৫) বিহারের জন্য পঞ্চায়েত পশু সেবক - ৭৫০টি, তহশীল ডেভেলপমেন্ট অফিসার - ১৫০টি, ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন অফিসার (ডিইও) - ৩০টি, চীফ প্রজেক্ট অফিসার - ৩টি শূন্যপদ। ক্রমিকনং (৬) ঝাড়খন্ডের জন্য পঞ্চায়েত পশু সেবক - ৫০০টি, তহশীল ডেভেলপমেন্ট অফিসার - ১০০টি, ডিস্ট্রিক্ট এক্সটেনশন অফিসার (ডিইও) - ২০টি, চীফ প্রজেক্ট অফিসার - ২টি শূন্যপদ। এছাড়া, অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে শূন্যপদের বিভাজন বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

"জ্ঞান পোস্ট ' পরিষেবা চালু করলো ডাক বিভাগ

আগরতলা, ২ মে, ২০২৫: ডাক বিভাগ (ইন্ডিয়া পোস্ট) ১লা মে, ২০২৫ থেকে সারা ভারত জুড়ে সমস্ত বিভাগীয় ডাকঘরে "জ্ঞান পোস্ট" পরিষেবা চালু করেছে। জ্ঞান পোস্টের দ্বারা যে কোনো প্রেরক ডাকঘরের মাধ্যমে বিশেষ প্রকৃতির বই এবং অধ্যয়ন সামগ্রী গ্রহীতার কাছে পাঠাতে পারবেন।

"জ্ঞান পোস্ট"-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ

ক) ডাক বিভাগের অনলাইন ট্র্যাকিং পরিষেবা ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট ঠিকানা বিশেষে প্রেরিত ডাকের অবস্থান ট্র্যাক করা যায়।

গ) পোস্টিংয়ের প্রমাণ স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে (পোস্টিংয়ের রসিদ) প্রেরকের কাছে দেওয়া হয়।

ঘ) স্বাক্ষর সহ প্রাপ্তির প্রমাণ (অনুরোধের ভিত্তিতে)।

ঙ) "জ্ঞান পোস্ট-এর অধীনে বুক করা প্যাকেটগুলি সড়ক মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে।

চ) "জ্ঞান পোস্ট"-এর অধীনে প্যাকেট বুক করার জন্য সর্বনিম্ন ওজন ৩০০ গ্রাম এবং এই পণ্যের অধীনে যে প্যাকেট বুক করা যেতে পারে তার সর্বোচ্চ ওজন হবে ৫ কেজি।

ছ) ডাক বিভাগের খুচরো বিক্রির কাউন্টারে বা রিটেল কাউন্টারে পণ্যটি বুক করা যাবে।

ডাক মূল্য:
ওজন
প্রস্তাবিত ডাক মূল্য
৩০০ গ্রাম পর্যন্ত
২০
৩০১ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত
২৫
৫০১ গ্রাম থেকে ১০০০ গ্রাম পর্যন্ত
৩৫
১০০১ গ্রাম থেকে ২০০০ গ্রাম পর্যন্ত
৫০
২০০১ গ্রাম থেকে ৩০০০ গ্রাম পর্যন্ত
৬৫
৩০০১ গ্রাম থেকে ৪০০০ গ্রাম পর্যন্ত
৮০
৪০০১ গ্রাম থেকে ৫০০০ গ্রাম পর্যন্ত
১০০

আগরতলা ডাক বিভাগের পক্ষে সুপারিনটেনডেন্ট এই তথ্য জানিয়েছেন।

দিল্লিতে ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ে ৪ জন নিহত, দুই শতাধিক বিমান বিলম্বিত দেরিতে, বহু ট্রেনের চলাচল ব্যাহত

নয়াদিল্লি, ২ মে : আজ সকালে দিল্লি ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (এনসিআর) প্রবল ঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ব্যাপক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অন্তত দুই শতাধিক বিমান দেরিতে ছেড়েছে বা নামতে পারেনি। এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দিল্লির দ্বারকা অঞ্চলে একটি গাছ পড়ে এক মহিলা ও তাঁর তিন সন্তান নিহত হন।

দিল্লি বিমানবন্দরে তিনটি বিমান আহমেদাবাদ ও জয়পুরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্গালোর-দিল্লি ও পুনে-দিল্লি রুটের ফ্লাইটগুলিও এই তালিকায় রয়েছে। ফ্লাইটরাডার অনুযায়ী, দিল্লি বিমানবন্দরে গড়ে ২১ মিনিট দেরিতে বিমান এসেছে এবং ছাড়তে দেরি হয়েছে ৬১ মিনিট পর্যন্ত।

এয়ার ইন্ডিয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "দিল্লিতে আমাদের কিছু বিমান দেরিতে চলছে বা অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ফলে সামগ্রিক সময়সূচিতে প্রভাব পড়ছে। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি যাতে বিঘ্ন কমানো যায়।"

দিল্লি রেল বিভাগেরও একই অবস্থা। প্রবল ঝড়ে গাছ পড়ে ও তার ছিঁড়ে যাওয়ায় প্রায় ১৫ থেকে ২০টি ট্রেনের চলাচল দেরিতে হয়েছে।

দিল্লির পরিবহন ও অবকাঠামো পরিস্থিতিও বেহাল। শহরের বিভিন্ন অংশে জলজমার খবর পাওয়া গেছে, যার মধ্যে রয়েছে দ্বারকা, খানপুর, মিন্টো রোড, লাজপত নগর, মোটিবাগ ও সাউথ এক্সটেনশন রিং রোড। দিল্লির মন্ত্রী পারবেশ বর্মা টুইট করে জানান, "আজ ভোর থেকে আমি বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শন করেছি। মিন্টো ব্রিজে গিয়ে দেখি, চারটি পাম্পই সচল ছিল।"

আবহাওয়া দফতরের তথ্যমতে, দিল্লিতে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত সাফদারজংয়ে ৭৭ মিমি, লোধি রোডে ৭৮ মিমি, পালামে ৩০ মিমি, নাজাফগড়ে ১৯.৫ মিমি এবং পিতমপুরায় ৩২ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রভাবে প্রচুর গাছ উপড়ে পড়েছে, এবং কিছু গাড়ির উপরেও পড়েছে বলে খবর। এখনো পর্যন্ত সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

আবহাওয়া দফতর দিল্লির জন্য শনিবার পর্যন্ত 'হলুদ সতর্কতা' জারি করেছে। অনুমান করা হচ্ছে, ৭০-৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এই আবহাওয়া কিছুটা স্বস্তির হলেও, মে মাসে দেশে গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। তবে ঘন ঘন বজ্রপাত ও ঝড় তাপমাত্রা বাড়তে কিছুটা বাধা দেবে বলেও জানানো হয়েছে।

অবিরাম উত্তেজনা: টানা আট দিন ধরে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, নিয়ন্ত্রণ রেখায় চালাচ্ছে গুলি, পাল্টা জবাব ভারতীয় সেনার

শ্রীনগর/নয়াদিল্লি, ২ মে : জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা (জ্রদ্রঙ্খ) বরাবর টানা আট দিন ধরে বিনা উসকানিতে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান সেনা। বৃহস্পতিবার রাতে কুপওয়াড়া, বারামুলা, পুঞ্চ, নওশেরা এবং আখনূর সেক্টরে গুলি ছোড়া হয় বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনা। জবাবে ভারতীয় সেনা বাহিনী "পরিকল্পিত ও আনুপাতিক" পাল্টা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এই গুলিচালনার ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন এপ্রিল ২২-এর পাহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। হামলায় ২৬ জন প্রাণ হারান। যদিও মঙ্গলবার দুই দেশের সেনাবাহিনীর ডিজিএমও পর্যায়ে হটলাইন আলোচনাও হয়েছে।

ভারতীয় সেনা 'এক্স'-এ একটি পোস্টে জানায়: '২০২৫ সালের ০১-০২ মে রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কুপওয়াড়া, বারামুলা, পুঞ্চ, নওশেরা ও আখনূর এলাকায় নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে বিনা উসকানিতে গুলি চালিয়েছে। ভারতীয় সেনা বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এবং আনুপাতিক জবাব দিয়েছে।"

এই নিয়ে টানা আট রাত ধরে পাকিস্তান সীমান্ত লঙ্ঘন করে গুলি চালিয়েছে। প্রথমে উত্তরের কাশ্মীরের কুপওয়াড়া ও বারামুলা জেলার পোস্ট লক্ষ্য করে গুলি চালানো শুরু হয়। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে জম্মু অঞ্চলের পুঞ্চ, নওশেরা, সুন্দরবানি, আখনূর ও পরগওয়াল সেক্টরে।

সূত্র জানিয়েছে, পাকিস্তানের এই আচরণ এপ্রিল ২৪-এর রাতে শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টা আগেই ভারত পাহেলগাঁও হামলার জেরে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছিল। তারপর থেকে পাকিস্তানি বাহিনী বারবার বিভিন্ন স্থানে গুলি ছুড়ছে। উল্লেখ্য, ভারত ও পাকিস্তান ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডিজিএমও পর্যায়ে এক যৌথ বিবৃতিতে ২০০৩ সালের সংঘর্ষবিরতি চুক্তিকে মান্যতা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। তবে পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই বদলে গেছে। ভারত ও পাকিস্তান মোট ৩,৩২৩ কিমি দীর্ঘ সীমান্ত ভাগ করে, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত (জ্জঙ্ক) ২,৪০০ কিমি, নিয়ন্ত্রণ রেখা (জ্রদ্রঙ্খ) ৭৪০ কিমি, এবং সিয়াচেনে অ্যাকচুয়াল গ্রাউন্ড পজিশন লাইন প্রায় ১১০ কিমি দীর্ঘ। সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

দিল্লির এক আদালত এনআইএ-কে তাহাভুর হুসেইন রানার স্বর ও স্বাক্ষরের নমুনা সংগ্রহের অনুমতি দিল

নতুন দিল্লি, ১ মে: দিল্লির একটি বিশেষ আদালত ২৬/১১ মুম্বই হামলা মামলার অভিযুক্ত তাহাভুর হুসেইন রানা-র স্বর ও স্বাক্ষরের নমুনা সংগ্রহ করার জন্য জাতীয় তদন্ত সংস্থা-কে অনুমতি দিয়েছে। এই আদেশ দিয়েছেন বিশেষ এনআইএ বিচারক চন্দ্রজিৎ সিংহ, এনআইএ-র দায়ের করা আবেদনের ভিত্তিতে। আদালতের এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এসেছে, যখন বিচারক সোমবার রানা-র হেফাজতের মেয়াদ আরও ১২ দিন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তার আগের ১৮ দিনের রিমান্ডের মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

এনআইএ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্বর ও স্বাক্ষরের নমুনা তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এটি মুম্বই হামলার ষড়যন্ত্রে রানার ভূমিকা নির্ধারণে সহায়ক হবে।

আদালতের নির্দেশে রানাকে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ে হাজির করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ক্রিকেট: আইপিএলে আজ রাজস্থান রয়্যালসের মুখোমুখি মুম্বাই ইন্ডিয়ন্স

জয়পুর, ১ মে: আইপিএল টি-২০ ক্রিকেটে আজ রাজস্থান রয়্যালস মুখোমুখি হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ন্সের। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে এবং শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে।

সবার দৃষ্টি থাকবে আবারও ১৪ বছর বয়সী যুবা প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীর দিকে, যিনি আগের ম্যাচে মাত্র ৩৫ বলে শতরান করে গোটা ক্রিকেট দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন। রাজস্থানের জন্য এই ম্যাচ "করো না মারো" ধরনের হওয়ায়, বৈভবের পারফরম্যান্স ম্যাচের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এর আগে গতকাল চেন্নাইয়ের এম.এ. চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পাঞ্জাব কিংস ৪ উইকেটে পরাজিত করে চেন্নাই সুপার কিংসকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে চেন্নাই ১৯.২ ওভারে ১৯০ রানে অলআউট হয়ে যায়। জবাবে, পাঞ্জাব কিংস ২ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে ১৯৪ রান করে জয় নিশ্চিত করে। দলের অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার ৪১ বলে ৭২ রানের ইনিংস খেলে 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত হন।

আম্বানি, বিড়লা, টাটা এক্সপ্রেস উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে : জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া বলেন, ৮টি রাজ্যকে একত্রিত করে এই অঞ্চলের উন্নতি করাই লক্ষ্য।

শিল্পপতিরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন।

নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপম — এ ২৩ ও ২৪ মে রাইসিং নর্থ-ইস্ট বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

নয়াদিল্লি, ০১ মে : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়ার পৌরোহিত্যে শিল্পপতিদের সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৩০ এপ্রিল বুধবার মুম্বাইতে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ — এর মুকেশ আম্বানি, আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর কুমার মঙ্গলম বিড়লা, টাটা সন্স — এর এন চন্দ্রশেখরণ সহ শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। দিল্লিতে ২৩ ও ২৪ মে রাইসিং নর্থ-ইস্ট শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫ — এর আগে এই বৈঠক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া দেশের চালিকাশক্তি হিসেবে উত্তর-পূর্ব ভারতকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে ভারত সরকার যে কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে, সেই বিষয়ে জোর দেন। তিনি বলেন, "লক্ষ্য হ'ল — ৮টি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন"।

মন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রক ৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে একযোগে এক উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এছাড়াও, প্রতিটি রাজ্যে বিনিয়োগ প্রচার সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, বস্ত্র এবং পর্যটন ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

রাইসিং নর্থ-ইস্ট শীর্ষ সম্মেলন ২০২৫ বিনিয়োগকারীদের বিশেষভাবে আকর্ষিত করবে। এছাড়া, নীতি-নির্ধারকরাও এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত হবেন। দিল্লির ভারত মণ্ডপম — এ ২৩ ও ২৪ মে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে।

নিউজিল্যান্ডে প্রবল দুর্যোগ: ক্রাইস্টচার্চে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, ওয়েলিংটনে বিধ্বংসী ঝড়

ক্রাইস্টচার্চ(নিউজিল্যান্ড), ১ মে : নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ দ্বীপের বৃহত্তম শহর ক্রাইস্টচার্চে বৃহস্পতিবার প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে আকস্মিক বন্যা দেখা দিলে শহরটিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে, রাজধানী ওয়েলিংটনে বয়ে যাওয়া ১৫০ কিলোমিটার বেগের ঝড়ে সৃষ্ট বিধ্বংসী পরিস্থিতির জন্য দেশে প্রথমবারের মতো রেড উইন্ড ওয়ার্নিং জারি করেছে মেট সার্ভিস।

দেশটির অন্যান্য অংশেও প্রবল তুষারপাত ও বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ে, যদিও বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকেল পর্যন্ত কোনো প্রাণহানি বা গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। ওয়েলিংটন শহরের পরিস্থিতি ভয়াবহ। শহরের বিভিন্ন অংশে প্রায় ১,০০০ বাড়ি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন, বন্ধ রয়েছে বিমান ও ফেরি পরিষেবা। রয়্যাল নিউজিল্যান্ড ব্যালেট তাদের সন্ধ্যার অনুষ্ঠান বাতিল করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ঝড়ের প্রভাবে গাছ ভেঙে পড়া ও বাতাসে উড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ মানুষের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। নাগরিকদের ঘরে অবস্থান, ভ্রমণ পরিহার এবং দরজা-জানালা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ক্রাইস্টচার্চে প্রবল বৃষ্টিতে নদীর জল উপচে পড়েছে। রাস্তা ডুবে গেছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে, বন্যার জল আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়তে পারে। স্থানীয় ও জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মার্ক মিচেল জানিয়েছেন, আশপাশের কিছু গ্রামীণ এলাকাতেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপজুড়ে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। যার মধ্যে রয়েছে প্রবল বৃষ্টি, তীব্র সাগর উত্তালতা ও দক্ষিণ দ্বীপের কিছু অংশে ভারী তুষারপাত। তবে আবহাওয়া দপ্তরের মতে, এই দুর্যোগ শুক্রবার নাগাদ কমে আসবে।

বিশ্বের অন্যতম বায়ুপ্রবণ শহর ওয়েলিংটন, যেখানে প্রায় অর্ধেক দিনেই ঘণ্টায় ৬৩ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইতে দেখা যায়, এবার অস্বাভাবিকভাবে শক্তিশালী দক্ষিণী ঝড়ের কবলে পড়েছে, যা জীবনঘাতী হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন ওয়েলিংটনের জরুরি ব্যবস্থাপনা প্রধান ড্যান নিলি। নিউজিল্যান্ডের পাঁচ মিলিয়ন জনসংখ্যার এই দ্বীপদেশে এমন চরম আবহাওয়া নতুন নয়। তবে এত বিস্তৃতভাবে সতর্কতা জারির ঘটনা বিরল।

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত, আদৃত সরকার শীর্ষে, পাশের হার ৮৬.৫৬ু

কলকাতা, ১ মে : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (ঢক্ষঙ্কছক্ক) আজ সল্টলেকের নিবেদিতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৫-এর ফলাফল ঘোষণা করেছে। এ বছর মোট পাশের হার দাঁড়িয়েছে ৮৬.৫৬ শতাংশ। রাজগঞ্জের আদৃত সরকার সর্বোচ্চ ৬৯৬ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

সর্বোচ্চ পাশের হার ধরা পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ৯৬.৪৬ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানটি যুগ্মভাবে অর্জন করেছে মালদার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের অনুভব বিশ্বাস ও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের সৌম্য পাল। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে বাঁকুড়ার কোটুলপুর সরোজ বসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের ইশানী চক্রবর্তী, যার প্রাপ্ত নম্বর ৬৯৩ শতাংশের হিসেবে ৯৯ু।

শীর্ষস্থানীয় জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর (৯৬.৪৬ু), কালিম্পং (৯৬.০৯ু) ও কলকাতা (৯২.৩ু)। এ বছর পরীক্ষায় মোট ৯,৮৪,৭৫৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৫,৫৫,৯৫০ জন ছাত্রীর সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় বেশি।

লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শারীরশিক্ষা, সামাজিক সেবা এবং কর্মশিক্ষার মূল্যায়ন চলে ১৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। সমস্ত পরীক্ষা সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত একটানা এক শিফটে নেওয়া হয়, যার মধ্যে প্রথম ১৫ মিনিট প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য বরাদ্দ ছিল। যেসব ছাত্রছাত্রীরা এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, তারা পরবর্তীতে সম্পূরক পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে। এই পরীক্ষার সময়সূচি ফলপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করা হবে। অনলাইনে প্রকাশিত মার্কশিটটি প্রাথমিক (দ্মন্দ্রস্তুক্ষ্ম হুদ্রদ্রগুখন) হবে। মূল মার্কশিট ফল প্রকাশের প্রায় ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্কুল থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

বিশ্ব শ্রমিক দিবস আজ: শ্রমিকদের অবদানের স্বীকৃতিতে সারা দেশে উদযাপন

নয়াদিল্লি, ১ মে : আজ ১ মে, বিশ্ব শ্রমিক দিবস। বিশ্বের নানা প্রান্তে এই দিনটি উদযাপিত হয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস এবং বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদানকে স্মরণ ও স্বীকৃতি জানানোর উদ্দেশ্যে। এই দিনটি 'মে দিবস' নামেও পরিচিত।

বিশ্ব শ্রমিক দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশের সকল শ্রমিককে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি বলেছেন, 'উন্নত ভারতের সংকল্প পূরণে যাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করছেন, তাঁদের কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে এবং তাঁদের জীবন আরও সহজ হোকএই কামনা করি।' তিনি আরও বলেন, শ্রমিকরা জাতি গঠনের এক দৃঢ় স্তম্ভ। সরকার শ্রমিকদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চিকিৎসকদের বাধ্যতামূলকভাবে জেনেরিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে হবে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ মে : চিকিৎসকদের বাধ্যতামূলকভাবে শুধু জেনেরিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে হবে বৃহস্পতিবার এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বিচারপতিরা বলেন, ওষুধ কোম্পানির অনৈতিক বিপণন রোধে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।

বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ এ দিন মন্তব্য করেন, *"আমাদের মতে, চিকিৎসকদের শুধুমাত্র জেনেরিক ওষুধ প্রেসক্রাইব করাই বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। এটা মামলাকারীদের আবেদনের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।"*

বিচারপতি সন্দীপ মেহতা জানান, "রেজিস্টার্ড চিকিৎসকরা কোনো কোম্পানির নাম উল্লেখ করে প্রেসক্রিপশন দিতে পারেন না রাজস্থানে ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে নির্বাহী নির্দেশ জারি হয়েছে। যদি এই নির্দেশ দেশব্যাপী কার্যকর করা হয়, তবে তা এক বিশাল পরিবর্তন আনবে।"

জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছে ফেডারেশন অফ মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস অ্যাসোসিয়েশনস অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা। পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি চিকিৎসকদের প্রভাবিত করতে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে, যার ফলে বাড়ছে ওষুধের অতিরিক্ত প্রেসক্রিপশন এবং নাগরিকদের জীবনের অধিকার ও স্বাস্থ্য অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটছে।

সিনিয়র আইনজীবী সঞ্জয় পারিখ বলেন, "ওষুধ কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে কার্যত কোনও বাধ্যতামূলক আইন নেই তাদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী কোড ছাড়া কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেই। অথচ চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে আইন বিদ্যমান।' তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল ইতিমধ্যেই চিকিৎসকদের জেনেরিক ওষুধ প্রেসক্রিপশনের নির্দেশ দিয়েছে। তবে উল্টো দিকে, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন তাদের ২০২৩ সালের প্রফেশনাল কনডাক্ট রেগুলেশনস আপাতত স্থগিত রেখেছে, যেখানে চিকিৎসকদের শুধুমাত্র জেনেরিক ওষুধ লিখতে বলা হয়েছিল।

পিটিশনে অভিযোগ করা হয়েছে, ঔষধ বিপণন অনুশীলনের অভিন্ন কোড কেবল একটি স্বেচ্ছাবিধি এবং এর কোনো আইনি বৈধতা নেই। ফলে ওষুধ কোম্পানিগুলি অনায়াসে চিকিৎসকদের উপহার, অর্থ, ভ্রমণ সুবিধা ইত্যাদি দিয়ে প্রভাবিত করতে পারছে।

কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ঔষধ বিপণন অনুশীলনের অভিন্ন কোড বর্তমানে স্বেচ্ছায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে সংসদের স্থায়ী কমিটির ৪৫তম প্রতিবেদন বিবেচনাধীন, যেখানে এই কোডকে আইনি রূপ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ডোলো-৬৫০ ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকার "ফ্রি গিফট" বিতরণের অভিযোগ এনেছে সিবিডিটি। এই বিষয়টিও মামলায় উত্থাপিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ মামলা ফের শুনানির জন্য জুলাই মাসে ওঠানো হবে বলে আদালত জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার মৎস্যমন্ত্রী অপস্থিতিতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষামান তালিকা প্রকাশের দাবি

আগরতলা, ২ মে : পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষামান তালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। আজ পুলিশের সদর কার্য্যালয়ে গিয়ে অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপারের কাছে চাকরি প্রাত্যাশীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক পরীক্ষার্থী জানিয়েছেন, ২০২২ সালে পুলিশ কনস্টেবল পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে তাঁদের লিখিত, শারীরিক এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পূর্বে পুলিশ কনস্টেবলের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে দেখা গিয়েছে অনেকেই বিভিন্ন পরীক্ষায় মাধ্যমে চাকরী পেয়েছেন। তাই তাঁদের দাবি, যারা নির্ধারিত তারিখে চাকুরী যোগদান করবেন না, তাদের নাম বাদ দিয়ে অন্যান্যদের চাকুরী সুযোগ করে দিতে হবে।

রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে পুড়লো ছাওমনু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

আগরতলা, ২ মে : রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ছাওমনু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। এলাকাবাসীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। এদিকে, দমকলকর্মীরা পৌঁছানোর আগেই বিদ্যালয়ে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্য়ন্ত আগুনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে তা জানা যায় নি।
ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে,রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ছাওমনু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। স্থানীয়রা বিদ্যালয়ে আগুন দেখতে পেয়ে দমকল কর্মীদের খবর দেন। পরে তারা ছুটে এসে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তবে আগুনের সূত্রপাত এখনও স্পষ্ট নয়।

বেনিফিসিয়ারীদের মধ্যে পাম গাছের চারা বিতরণ ও প্রশিক্ষণ শিবির বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ মে: বেনিফিসিয়ারীদের মধ্যে পাম গাছের চারা বিতরণ পাশাপাশি কিভাবে রোপণ করতে হবে তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কৃষকদের জমিতে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা পৌঁছালেন। বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ বিধানসভাতে ৩৩ হেক্টর জমিতে পাম গাছের চারা রোপণের লক্ষ্য মাত্রা নিয়েছে ঋষ্যমুখ কৃষি মহকুমা।
লক্ষ্য মাত্রা পুরুন করতে ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শিবপুর এডিসি ভিলেজ দিয়ে শুরু হয়েছে পাম গাছের চারা রোপণ।এই ভিলেজের প্রায় পনের হেক্টর জমিতে পাম গাছ রোপণ করা হবে। সেই লক্ষ্যে ২২০টি পাম গাছের চারা বিতরণ করা হয় শুক্রবার দুপুরে।
এই দিনের আয়োজিত চারা গাছ বিতরনে অংশগ্রহণ করেন ঋষ্যমুখ কৃষি মহকুমার অফিসার সুজিত কুমার দাস, রতনপুর অঞ্চলের কৃষি অফিসার শুভজিৎ পাল, দক্ষিণ জেলা পাম অয়েল সেক্টর অফিসার প্রশান্ত দাস সহ অন্যান্যরা। চারাগাছ বিতরণের পর কৃষি মহকুমা আধিকারিকগন, কৃষকদের জমিতে গিয়ে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন কিভাবে পাম গাছ রোপণ করতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত ত্রিপুরার কৃষক হিরালাল

আগরতলা, ২ মে: ত্রিপুরার প্রগতিশীল কৃষক হিরালাল দাসকে সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, ইম্ফল-এর ব্যবস্থাপনা বোর্ডে সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। উদ্ভাবনী কৃষি উদ্যোগের জন্য ওই বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি।
ত্রিপুরার খোয়াই জেলার বটাপুরা, পূর্ব রামচন্দ্র ঘাট গ্রামের প্রগতিশীল কৃষক হিরালাল দাসকে মণিপুরের ইম্ফল-স্থিত অন্যতম বৃহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির (ঋজ্ঞড্ড) ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য হিসেবে তিন বছরের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। শ্রী দাস কেভিকে খোয়াই এবং নাবার্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "নবীন ফার্মার্স ক্লাব"-এর সেক্রেটারি হিসেবে কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক ও টেকসই চর্চার পথিকৃৎ। ৩.৫ একর জমিতে তিনি মাটি স্বাস্থ্য কার্ডের ব্যবহার, ট্রু পটেটো সিড চাষ, সমন্বিত পোকা ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, ধানের বীজ উৎপাদন, স্পাইন গার্ড ও আগাম বাঁধাকপি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গো-পালন এবং ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। তার বার্ষিক আয় বর্তমানে ৪.৮ লক্ষ টাকা।
তাঁর নেতৃত্বে কৃষক ক্লাব একটি স্থায়ী অফিস ও কাস্টম হায়ারিং সেন্টার স্থাপন করেছে, যা স্থানীয় কৃষকদের কৃষিযন্ত্র ভাড়া নিতে সহায়তা করছে। কৃষি উন্নয়নে তাঁর এই অগ্রণী ভূমিকা এবার কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেও কৃষকদের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণে অবদান রাখবে, যা কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে এক বড় পদক্ষেপ।

অনলাইন পরিষেবা নিয়ে ট্রাফিক

● প্রথম পাতার পর
করে চালকরা। অনলাইন পরিষেবা দেওয়া চালকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যে শুধু এএমসি পারমিট যাদের আছে তারা শহরে অটো চালাতে পারছেন। এতে অটো চালাকদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। সেই সাথে পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উদ্দেশ্যে দেওয়া স্মারক পত্রটি ওবের অনলাইন সংস্থার আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নিট পরীক্ষা: মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে

● প্রথম পাতার পর
আলোচনা হয়। ইতিমধ্যেই পশ্চিম ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলাস্থিত নিট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির সুরক্ষার বিষয়ে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের নেতৃত্বে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তারা পরীক্ষাকেন্দ্রস্থলের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।
উল্লেখ্য, এবছর রাজ্যের ৪,৮৯২ জন ছাত্রছাত্রী নিট (ইউ.জি.) পরীক্ষা দেবে। মোট ১১টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এরমধ্যে ১০টি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এবং ১টি ধলাই জেলায় অবস্থিত। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় যে সকল পরীক্ষাকেন্দ্রে নিট পরীক্ষা (ইউ.জি.) অনুষ্ঠিত হবে সেগুলি হলো মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, বাণীবিদ্যাপীঠ গার্লস এইচ.এস. স্কুল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কুঞ্জবন নং ১, ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ ইন এডুকেশন (আই.এ.এস.ই.), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও.এন.জি.সি, হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, শিশু বিহার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। ধলাই জেলার কমলপুর সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে

● প্রথম পাতার পর
এই ভবনগুলি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে মানব সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে গুরুত্ব দিতে হবে। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষা ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আনতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থীরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। বর্তমানে রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বজায় থাকায় সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গরিব, মহিলা ও সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান সহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে ডিজিটাল শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৪৪টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১৫৩ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরও ৩০টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে ব্যয় হবে ২৬৪ কোটি টাকা। এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১২৩টি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনাও রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আগামী প্রজন্মকে গুণগত এবং আধুনিক সময়োপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচেষ্টায় দীর্ঘ বছর পর দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। রাজ্যেও জাতীয় শিক্ষা নীতির নীতি নির্দেশিকা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের নিপুণ মিশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে "নিপুণ ত্রিপুরা" কার্যকর করা হচ্ছে। ডিজিটাল শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের ৮৫৪টি বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাস চালু রয়েছে। এছাড়া সুপার ৩০ প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১ জন শিক্ষার্থী আইআইটি, ৩ জন এন.আই.টি. এবং ৩ জন এম.বি.বি.এস কোর্সে ভর্তি হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে চিফ মিনিস্টার্স স্কলারশিপ ফর অ্যাচিভার্স টুয়ার্ডস হায়ার লার্নিং নামক বৃত্তিমূলক প্রকল্পে ২০০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৬০ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৩ হাজার ছাত্রীকে বিনামূল্যে বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করতে টি.বি.এস.ই, এবং সি.বি.এসই বোর্ডে ভালো ফলাফল অর্জনকারী ১৪০ জন মেধাবী ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে শিক্ষায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষা প্রদানে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের শিক্ষার্থীরা যাতে সর্বভারতীয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে সে লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যে স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রণয়ন করে বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি শিক্ষা দপ্তরেও টেট পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবীরা শিক্ষকতার পেশায় চাকরি পাচ্ছেন।
অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়ও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারের ফলে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে পাশের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, রামনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে এলাকার গরিব অংশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পাবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা এন. সি. শর্মা। সভাপতিত্ব করেন রামনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার দেববর্মা।

চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রে

● প্রথম পাতার পর
উত্থাপিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ মামলা ফের শুনানির জন্য জুলাই মাসে ওঠানো হবে বলে আদালত জানিয়েছে।

রিপোর্ট কবে জনগনের

● প্রথম পাতার পর
বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, তা ভালোভাবে বোঝা যায়। এই তথ্য সরকারের নীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে। ভারতে শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে অনগ্রসর জাতিগুলির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। জাতিভিত্তিক আদমশুমারি এই সংরক্ষণ নীতি কতটা কার্য়কর হচ্ছে এবং কাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজন, তা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
জাতিভিত্তিক তথ্য থাকলে সরকার পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির জন্য বিশেষ কর্মসূচি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে, যেমন তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং জীবিকা উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয়।
জনসংখ্যার সঠিক জাতিভিত্তিক তথ্য থাকলে সমাজের সকল স্তরের মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগ আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে। ভারতে জাতিভেদ প্রথা একটি দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক বাস্তবতা। এই কারণে, জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে ঐতিহাসিক অবিচারের শিকার জাতিগোষ্ঠীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং তাদের উন্নয়নে সহায়তা করা জরুরি। কংগ্রেস এসটি,এসসি , ওবিসি, মাইনরিটি বিভাগের চেয়ারম্যানরা শুক্রবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্পষ্টিকরণ চেয়েছেন কবে নাগাদ জাত গণনার রিপোর্ট জনগণের সামনে আনা হবে। দ্রুত এ কাজ সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন।

সামুদ্রিক অমৃতকালের

● প্রথম পাতার পর
ভারতীয় যাতায়াতকারীর সংখ্যা ছিল ১.২৫ লক্ষের নিচে। আজ তা বেড়ে ৩.২৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। সমুদ্র যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভারত আজ বিশ্বের প্রথম তিনটি দেশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক দশক আগে জাহাজগুলিকে পণ্য খালাস করার জন্য বন্দরে দীর্ঘ সময় কাটাতে হতো। এই শ্লথতা ব্যবসা, শিল্প এবং সার্বিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলতো। গত ১০ বছরে ছবিটা পুরো পাল্টে গেছে। ভারতের প্রধান বন্দরগুলিতে জাহাজের অপেক্ষা করার সময় ৩০ শতাংশ কমেছে। বন্দরগুলির দক্ষতা বাড়ায় ভারত বর্তমানে অনেক বেশি পরিমাণে পণ্য ওঠাতে-নামাতে সক্ষম। এতে ভারতের লজিস্টিক্স ও বাণিজ্য সম্ভাবনা অনেক বেড়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের এই সামুদ্রিক সাফল্য গত এক দশকের চিন্তা-ভাবনা ও পরিশ্রমের ফল। গত ১০ বছরে বন্দরগুলির সক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়েছে। জাতীয় জলপথের দৈর্ঘ্য বেড়েছে ৮ গুণ। বর্তমানে দুটি ভারতীয় বন্দর বিশ্বের প্রথম ৩০টি বন্দরের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। লজিস্টিক্স পারফরমেন্স সূচকে ভারতের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে বিশ্বের প্রথম ২০টি দেশের মধ্যে উঠে এসেছে। দেশের মৌলিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন সাধনের পর এখন বিশ্ব বাণিজ্যের ভারতের কৌশলগত অবস্থান উন্নত করার দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। সামুদ্রিক অমৃতকাল দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উন্নত ভারত গঠনের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক কৌশলের বর্ণনা রয়েছে। জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই সম্মেলনে ভারত বিশ্বের বৃহৎ দেশগুলির সঙ্গে একযোগে ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর গঠনের কাজে হাত লাগায়, এক্ষেত্রে কেরলেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে গত ১০ বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই সহযোগিতার ফলে শুধু যে ভারতীয় বন্দরগুলি বিশ্বমানে উন্নীতি হয়েছে তাই নয়, সেগুলি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণ উদ্ভাবনকে গতি দিয়েছে এবং দক্ষতা বাড়িয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।
প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত কোচিতে একটি জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত শিল্পগুচ্ছ গড়ে তুলতে চলেছে। এই কাজ সম্পন্ন হলে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কেরলের যুব সম্প্রদায় তাদের বিকাশের নতুন মঞ্চ খুঁজে পাবে। এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে ভারতে বড় জাহাজ নির্মাণকে উৎসাহ দিতে নতুন নীতির ঘোষণা করা হয়েছে। এরফলে উৎপাদন ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নতি হবে। বিশেষত এমএসএমইগুলি এর সুবিধা ভোগ করবে। দেশ জুড়ে কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ স্থাপনে জোয়ার আসবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরিকাঠামো তৈরি হলে, বাণিজ্যের প্রসার হলে এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হলে তাকেই প্রকৃত উন্নয়ন বলে। কেরলের মানুষ গত ১০ বছরে বন্দর পরিকাঠামো, মহাসড়ক, রেলপথ ও বিমান বন্দরের ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব অগ্রগতির সাক্ষী থেকেছেন। কোল্লাম বাইপাস, আলাপ্পুজা বাইপাসের মতো যেসব প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে থমকে ছিল, সেগুলি বর্তমান সরকারের আমলে গতি পেয়েছে। কেরলে আধুনিক বন্দে ভারত ট্রেন দেওয়া হয়েছে। এর জেরে রাজ্যের পরিবহন নেটওয়ার্ক ও সংযোগের উন্নতি হয়েছে।
শ্রী মোদী বলেন, কেরলের উন্নয়ন ভারতের সার্বিক বিকাশের জন্য জরুরি বলে ভারত সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকার গত এক দশক ধরে জল জীবন মিশন, উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো বিভিন্ন সামাজিক মাপকাঠিতে কেরলের উন্নয়নে সাহায্য করে চলেছে।
মৎস্যজীবীদের কল্যাণের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নীল বিপ্লব ও প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় কেরলের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পোন্নামি ও পুথিয়াপ্পা সহ বিভিন্ন মৎস্য বন্দরের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। কেরলের হাজার হাজার মৎস্যজীবীকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার অর্থ সাহায্য করা হয়েছে বলে তিনি জানান।
কেরলকে সৌভ্রাতৃত্ব ও সহিষ্ণুতার চিরকালীন ভূমি হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কয়েকশো বছর আগে বিশ্বের প্রাচীনতম সেন্ট টমাস গীর্জা এখানেই স্থাপিত হয়েছিল। কয়েকদিন আগে পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার মানুষ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পোপের শেষকৃত্যে ভারতের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উপস্থিত থেকে জাতির হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী পোপের প্রয়াণে তাঁর শোক পুনর্ব্যক্ত করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব চিরকাল পোপ ফ্রান্সিসের অবদান মনে রাখবে। পোপের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাতের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, যখনই পোপের সঙ্গে দেখা হয়েছে তখনই তিনি বিশেষ উষ্ণতার স্পর্শ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মানবতা, সেবা ও শান্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যা আজও তাঁকে অনুপ্রেরণা যোগায়।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার কেরলকে বিশ্ব সমুদ্র বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করতে চায়। এরফলে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভারত সরকার এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে। কেরলের মানুষের সক্ষমতার ওপর আস্থা পোষণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সমুদ্রক্ষেত্র যে নতুন উচ্চতা স্পর্শ করবে তা নিয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ নেই।
কেরলের রাজ্যপাল শ্রী রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকর, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পিনারায় বিজয়ন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সুরেশ প্রভু, শ্রী জর্জ কুরিয়েন প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাব্রুমে বাঁধ পরিদর্শনে এসে ক্ষুব্ধ জেলাশাসক

● প্রথম পাতার পর
কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগে অনেক কৃষক আবার নতুন করে শুরু করতে সক্ষম হন।
জেলাশাসক এদিন থাইবোং পঞ্চায়েতের খামারী কৃষ্ণ চন্দ্র দাস এবং ইন্দিরা নগর পঞ্চায়েত এলাকার বিশ্বজিৎ মজুমদারের খামার পরিদর্শন করেন। তাঁদের কর্মকাণ্ড ও পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টাকে তিনি প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

জাতিগত বিরোধ বাধানোর

● প্রথম পাতার পর
তাঁর অভিযোগ, প্রশাসন ও সরকার দুর্নীতিতে জড়াজড়ি করছে। কোথাও কোথাও টাকার অভাবে সন্তান বিক্রি, কাজের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে।
সাথে তিনি যোগ করেন, হাসপাতালে মানুষ সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন না। কারণ, চিকিতক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি চিকিৎসা পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক সংকটের জেরে গত বছরের তুলনায় এবছর পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষায় ফলাফল খারাপ হয়েছে। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, বাম জমানায় বছরে ৮৫ থেকে ৯৫ দিনের রেগার কাজ হতো। এখন তা ৩০ থেকে ৩২ দিনে নেমেছে। তারপর, সময় মতো রেগা শ্রমিকরা মজুরি পাচ্ছেন না। যখনই মজুরি তুলতে ব্যাঙ্কে যাচ্ছেন, বিজেপির মন্ডলের সদস্যরা সেখানেও ভাগ বসানোর চেষ্টা করছেন।
মানিক সরকারের মতে, কৃষি, নগরোন্নয়ন, গ্রামোন্নয়ন, মৎস্য ইত্যাদি দফতরের মাধ্যমে জনকল্যাণে কাজের অনেক সুযোগ রয়েছে। কিন্তু, তার বদলে হচ্ছে শুধুই দুর্নীতি। ফলে, বিজেপির পুরনো এবং নতুন নেতা-কর্মীরা শক্তি যুগানোর বদলে নিজেরাই ক্ষোভে ফুসছেন। তাতে, দলের মধ্যে অন্তরকলহ বাড়ছে। সেখানে, সিপিএম সারা রাজ্যে শুধুই মানুষের জন্য কথা বলে চলেছে। ফলে, বিজেপি বেকায়দায় পড়ছে। মানিকের দাবি, সময় যত গড়াচ্ছে সিপিএমের মিছিল-সভায় মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে। মান্দাইয়ে পার্টি এই নিয়েই ছয়বার আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু, আজ যাঁদের সাথে মতাদর্শগত পার্থক্য রয়েছে তাঁরাও এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন এবং এগিয়ে এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন।
তিনি নিশ্চিত, ওই অগ্নিকান্ডের ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। কিন্তু, এভাবে সিপিএমকে দমিয়ে রাখা যাবে না। বরং তাঁরাই এখন ঘৃণার পাত্র হয়েছে। মানিকের সাফ কথা, বিজেপির জনভিত্তি ক্রমশ কমছে তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে পরিণাম রাজ্যবাসী দেখেছে। আঠারোর নির্বাচনের তুলনায় বিজেপির আসন ও ভোট উভয়ই কমেছে। সাথে তিপরা মথা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অবশ্য তাঁদের জনসমর্থন কমেছে, কটাক্ষের সুরে বলেন মানিক সরকার।
এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দেন, উপজাতি-অনুপজাতি উভয় অংশের মানুষের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে হবে। কারণ, তিপরা মথাকে সামনে রেখে উপজাতি-অনুপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে ঐক্য ভাঙ্গার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, বিজেপি হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিরোধ বাধানোর চেষ্টা করছে। ওই সমস্ত ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হবে, নিদান দেন তিনি।

রক্ত দিয়ে রোগীর

● প্রথম পাতার পর
অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে দেখা যায় যে মহিলার শরীরে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ অনেক কম ছিল। এই হিমোগ্লোবিনের মাত্রা পূরণে এবং অস্ত্রোপচারের জন্য মহিলার শরীরে অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন। তখন রক্তদান করার জন্য মহিলার কোনও আত্মীয়-স্বজন বা বাড়ির লোক কেউ হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন না। মহিলার রক্তের গ্রুপ ছিল এ পজিটিভ।
এমতাবস্থায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের এ পজিটিভ রক্তের গ্রুপের দুইজন চিকিৎসক ডাঃ অন্তরা রায় ভৌমিক ও ডাঃ এ. কিরণ রোগিনীর জীবন রক্ষার্থে জরুরীভিত্তিতে রক্তদানে এগিয়ে আসেন এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উল্লেখ্য ইতিপূর্বেও চিকিৎসকরা এ রাজ্যে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে মুমূর্ষু রোগীদের রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচিয়েছেন। এইবারও তাঁরা রক্তদান করে নজির স্থাপন করলেন। এই দুই ইউনিট রক্তের যোগানের ফলে রোগিনীর অস্ত্রোপচার চলাকালীন রক্তের কোনও সংকট দেখা দেয়নি ও অস্ত্রোপচারে বাধা সৃষ্টি হয়নি। এই রক্তদানের উপর নির্ভর করেই গত ৩০ এপ্রিল ২০২৫ রোগিনীর সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন মহলে চিকিৎসকদের এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রক্তদান উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে।

রাজনৈতিক হাতিয়ার

● প্রথম পাতার পর
অর্থনৈতিক ও জাতিভিত্তিক সমীক্ষা নামে পৃথক একটি সমীক্ষা করেছে। তিনি আরও জানান, কিছু রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে জাতিভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি স্বচ্ছভাবে হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল এবং তাতে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতি-ভিত্তিক তথ্যকে জাতীয় জনগণনার অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।
তাঁর কথায়, বিগত দিনে জাতিভিত্তিক জনগণনা'কে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে কংগ্রেস এবং তাঁর সহযোগী ইন্ডি জোট। কিন্তু মোদী সরকার সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগনের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ, পিছিয়ে পড়া জনগণের উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছবে। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।
এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনাকে ছোট বলে দেখছে না কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার এর তীব্র বিরোধিতা এবং নিন্দা জানিয়েছেন। এর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

চাকরি কেলেঙ্কারির অভিযোগে

● আটের পাতার পর
চাইছে স্থানীয়রা। ওই ঘটনায় চরম উত্তেজনা সংশ্লিষ্ট এলাকায়। এলাকাবাসী মিলিতভাবে অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারের তালা ঝুলিয়ে দেয়।

গভীররাতে কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে

● আটের পাতার পর
হামলায় আহত হয়েছেন সঞ্জিব দেবনাথ সহ উনার বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, ভাতিজি। খবর পেয়ে উদয়পুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি টিটন পালের নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল অমরপুর সফর করেন। হাসপাতালে গিয়ে আহতদের দেখে আসেন। পরবর্তী সময় মালবাসা আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মী বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। এই ঘটনার নিন্দা করে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি করেন।
প্রতিনিধি দলে ছিলেন অমরপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হারাধন দাস, মাতারবাড়ি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জয়দেব কান্তি রায়, প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা সঞ্জীব দাস, কংগ্রেস নেতা প্রশান্ত সিনহা যুব নেতা বিট্টু দাস প্রমুখ।

ব্যাকফুটে পোলস্টার : সরাসরি জয়ের লক্ষ্যে আজ মাঠে নামছে কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সরাসরি জয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলছে কসমোপলিটন ক্লাব। প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে একটু ব্যাকফুটে পোলস্টার ক্লাব। প্রথম দিনে ১৭ উইকেটের পতন। আগামীকাল (শনিবার) ম্যাচের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিন। অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেট বলে কথা। ম্যাচের পরিস্থিতি ও পরিসংখ্যান সংকেত দিচ্ছে কসমোপলিটনের পক্ষে। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করার পর আগামীকাল পুরো পয়েন্টের লক্ষ্যে মাঠে নামবে। এই মুহূর্তে কসমোপলিটন ৪২ রানে এগিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও তিনটি। অন্ততপক্ষে ১০০-১৫০ রানের লিড নিয়ে পোলস্টারকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করতে দিলে এবং বোলাররা বিশেষ করে সৌরভ, শংকর, কৃষ্ণধন-রা আজ, শুক্রবারের মতো বিধ্বংসী চেহারা ধারণ করলে কসমোপলিটন সহজেই সরাসরি জয়ের স্বাদ পেতে পারবে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত এ ডিভিশন সুপার ফোরের দ্বিতীয় ম্যাচ। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পোলস্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৪.৩ ওভার খেলে ১২৬ রানে ইনিংস শেষ করলে, পাল্টা ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কসমোপটন ৫৫ ওভার ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৬৮ রান সংগ্রহ করেছে। শংকর পাল ৪০ রানে এবং রিয়াদ হোসেন ৭ রানে উইকেটে রয়েছেন। এছাড়া, ব্যাটিংয়ে পোলস্টারের আদিত্য যাদবের ৪১ রান এবং কসমোপলিটনের কৃষ্ণধন নমঃ-র ৩৮ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে কসমোপলিটনের সৌরভ কর ২১ রানে এবং সংকর পাল ২৭ রানে ৪টি করে উইকেট পেয়েছে। কৃষ্ণধন নমঃ পেয়েছে দুটি উইকেট ৪৫ রানের বিনিময়ে। পোলস্টারের পৌরুষ মিশ্র-৪৭ সনে ৪টি এবং দেবজিৎ দেবনাথ ৪৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। আকাশ দে পেয়েছে একটি উইকেট।

মহিলা ক্রিকেট: বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে এগিয়ে চল-কে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় পেয়ে এগিয়ে গেলো ব্লাড মাউথ ক্লাব। ডি এল এস ম্যাথডে ৭ রানে পরাজিত করলো এগিয়ে চল সংঘ-কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাড মাউথের গড়া ১০৭ রানের জবাবে বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন এগিয়ে চলো সঙ্ঘ করছিল ৩ উইকেটে ২৩ রান। ওই সময় জয়ের জন্য এগিয়ে চলো দরকার ছিল ৩১ রান।

ওই রান করতে না পারায় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জয় পেয়ে গেলবারের চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাব এক কদম এগিয়ে গেলো। টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বৃহস্পতিবার দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব নির্ধারিত ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১০৭ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার অম্বিকা দেবনাথ ৪৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, অনামিকা দাস ২০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং পূজা পাল ১৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন ৫.৩ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৩ রান করে এগিয়ে চলো সংঘ।

দলের পক্ষে মেঘা সরকার ১৫ বল খেলে ১০ রান করেন। ফলে ৭ রানে জয় পায় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব। অম্বিকা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে গ্রুপ এ-র অপর খেলায় নিউ প্লে সেন্টার ২৫ রানের ব্যবধানে জিবি প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিউ প্লে সেন্টার সীমিত ২০ ওভারে ছয় উইকেটে ১১৬ রান সংগ্রহ করলে জবাবে জিবি প্লে সেন্টার আট উইকেট হারিয়ে একানব্বই রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী নিউ প্লে সেন্টারের মিষ্ঠু মালাকার ৫৭ বলে ৪৮ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

প্রাক্তন ভলিবল কোচ তাপস দত্ত প্রয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গত ডিসেম্বরে অবসর প্রাপ্ত ক্রীড়া দপ্তরের প্রাক্তন শারীর শিক্ষক তথা ভলিবল প্রশিক্ষক তাপস কুমার দত্ত (৬০) বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অসুস্থ্য বোধ করায় রাতেই তড়িঘড়ি করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ফটিকরায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষনা করেন। সাথে সাথেই হাসপাতালে ও বাড়িতে ভিড় জমায় তাঁর অগণিত ভক্ত ক্রীড়াবিদরা। ততক্ষনে ফটিকরায়ের আকাশ বাতাস ভারী হতে থাকে। ৮০ র দশকে তৎকালীন উত্তর জেলার ভলিবলের দুরন্ত স্মেশার ছিলেন তিনি।

রাজ্য দলকে জাতীয় আসরে বহুবার নেতৃত্ব দিয়েছেন। ঊনাকটি জেলার ক্রীড়া উন্নয়নে অক্লান্ত ভাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। ১৯৮৯ সালে চাকুরিতে যোগ দিয়ে স্বসন্মানে দির্ঘ্য বছর কাঞ্চনবাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। ভলিবল ছাড়াও অ্যাথলেটিক্সের বহু খেলোয়াড় তৈরি করেছেন। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেট তথা প্রাক্তন বি এস এফের সহকারী কমান্ডেন্ট জগদীশ বাসক উনারই সুযোগ্য ছাত্র। অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র সভাবের ছিলেন তিনি। তাঁর অকাল প্রায়নে রাজ্যের ক্রীড়া মহল গভীর শোকাহত। ফটিকরায় কোচিং সেন্টারের খেলোয়াড়রা ও কুমারঘাট বাসী গভীর শোকাহত। মৃত্যুর খবর পেয়ে আগরতলা থেকে ছুটে আসেন ক্রীড়া উপ অধিকর্তা দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য ও শারীর শিক্ষক প্রনব অখণ্ড, কুমারঘাট মহা-শ্মশানে প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানান। প্রসঙ্গত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই।

নারিন জাদুতে স্বস্তির জয় পেল নাইটরা, ফের ব্যর্থ ২৩.৭৫ কোটির বেঙ্কটেশ, তিন উইকেট মিচেল স্টার্কের

নয়াদিল্লি: খাদের কিনারায় দাঁড়ানো কলকাতা নাইট রাইডার্স পেল সাময়িক স্বস্তি। মঙ্গলবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে কোটলায় এদিনের মরণ-বাঁচন ম্যাচে জয় এল ১৪ রানে। সুনীল নারিনের জাদুকরী বোলিংই আনল দুই পয়েন্টে। সাত বলের ফারাকে দিল্লির তিন উইকেট নেন ক্যারিবিয়ান মিস্ট্রি বোলার। সেটাই তফাত গড়ে দেয়। কার্য্যত, নারিনের নেতৃত্বেই এল জয়। কারণ, আঙুলে চোট পেয়ে দিল্লির ইনিংসের শেষপর্বে ডাগ আউটে বসতে বাধ্য হন নাইট ক্যাপ্টেন অজিঙ্কা রাহানে। আর সহ-অধিনায়ক বেঙ্কটেশ আয়ারের পরিবর্তে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নেমেছিলেন বৈভব অরোরা। তাই নারিনই নেতৃত্ব দেন নাইটদের। ১০ ম্যাচে কলকাতার পয়েন্ট দাঁড়াল ৯। প্লে-অফের আশা জিইয়ে রাখতে গেলে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের জিততে হবে বাকি চারটি ম্যাচই। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেটে ২০৪ তুলেছিল কলকাতা। জবাবে ৯ উইকেট হারিয়ে দিল্লি থামল ১৯০ রানে। দিল্লির শুরুটা ভালো হয়নি। অভিষেক পোড়েল (৪), করুণ নায়ার (১৫), লোকেশ রাহুল (৭) রান পাননি। এরমধ্যে সুনীল নারিনের সরাসরি থ্রোয়ে রান আউট হন লোকেশ। চতুর্থ উইকেটে ফাফ ডু'প্লেসি ও ক্যাপ্টেন অক্ষর প্যাটেল ৪২ বলে যোগ করেন ৭৬। তখন দিল্লির জেতার সম্ভাবনাই দেখাচ্ছিল বেশি। কিন্তু ১৪তম ওভারে অক্ষর (২৩ বলে ৪৩) ও ট্রিস্টান স্টাবসকে (১) ফিরিয়ে নাইটদের ম্যাচে ফেরান নারিন। ১৬তম ওভারে ফের আঘাত হানেন তিনি। এবার নারিনের শিকার ডু'প্লেসি (৪৫ বলে ৬২)। দশ রানের ব্যবধানে এই তিন উইকেটই জল ঢালে দিল্লির জয়ের আশায়। ১৮তম ওভার বরুণ চক্রবর্তীও দেন জোড়া ধাক্কা। ফেরান 'ইমপ্যাক্ট সাব' আশুতোষ শর্মা (৭) ও মিচেল স্টার্ককে (০)। শেষ ওভারে দিল্লির প্রয়োজন ছিল ২৫ রান। বিপরাজ নিগম (১৯ বলে ৩৮) চেষ্টা করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। চলতি মরশুম জুড়ে ওপেনিং ভুগিয়েছে নাইটদের। এদিন অবশ্য রহমানুল্লাহ গুরবাজ ও সুনীল নারিন প্রথম উইকেটে ঝড়ের গতিতে শুরু করেন। গুরবাজকে (১২ বলে ২৬) ফেরান প্রাক্তন নাইট স্টার্ক। কেকেআরের স্কোর তখন ৪৮। অন্যপ্রান্তে নারিনকেও ছন্দে দেখাচ্ছিল। পাওয়ার প্লে'তে রান ছিল ৭৯-১। নারিনের পাশাপাশি ফর্মে ছিলেন রাহানেও। কিন্তু, দু'জনেই ফেরেন পরপর। নারিনকে (১৬ বলে ২৭) এলবিডব্লু করেন বিপরাজ নিগম। রাহানেও (১৪ বলে ২৬) এলবিডব্লু হন, তবে তাঁকে ফেরান অক্ষর প্যাটেল। তবে দুঃসময় অব্যাহত বেঙ্কটেশ আয়ারের (৫ বলে ৭)। সাত ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ মোটে ১৪২। অক্ষরকে স্লগ সুইপ মারতে গিয়ে লোপ্পা তোলেন তিনি। ২৩.৭৫ কোটি টাকার ক্রিকেটারকে এবার বসানোর সময় হয়েছে। ১১৩-৪ হওয়ার পর অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর সঙ্গে রিঙ্কু জুটি বাঁধেন। পঞ্চম উইকেটে দু'জনে ৪৬ বলে যোগ করেন ৬১। কিন্তু পরপর ফেরেন অঙ্গকৃষ (৩২ বলে ৪৪) ও রিঙ্কু (২৫ বলে ৩৬)। স্লগ ওভারেও ওঠেনি ঝড়। শেষ ৪ ওভারে ওঠে মাত্র ৩৬। তার মধ্যে মিচেল স্টার্কের শেষ ওভারে পড়ে তিন উইকেট। হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনাও জাগিয়ে তুলেছিলেন বাঁ-হাতি অজি। একসময় মনে হচ্ছিল ২২০-২২৫ তুলতে চলেছে নাইটরা। কিন্তু আন্দ্রে রাসেলের (৯ বলে ১৭) সৌজন্যে কোনওরকমে দুশো অতিক্রম করে ইনিংস। বিপক্ষের দুরন্ত ফিল্ডিং বাধা হয়ে ওঠে নাইটদের। স্টার্কের বলে শরীর ছুড়ে অনুকূল রায়ের ক্যাচ নেন দুষ্মন্ত চামিরা। প্রতিযোগিতার সেরা ক্যাচের বাছাইয়ে যা থাকতেই পারে। দিল্লির সফলতম বোলার স্টার্কই (৩-৪৩)। অক্ষর (২-২৭), বিপরাজও (২-৪১) নজর কাড়েন। কুলদীপ যাদব ৩ ওভারে দেন ২৭।

ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, তিন বিভাগে সফল হয়েও নিস্পৃহ নারাইন, কৃতিত্ব দিলেন সতীর্থদের

প্রথমে ব্যাট হাতে ১৬ বলে ২৭ রান। এর পর ২৯ রানে ৩ উইকেট। মাঝে একটি ক্যাচ এবং সরাসরি থ্রোয়ে একটি রান আউটও রয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লির বিরুদ্ধে কেকেআরের জয়ে তিন বিভাগেই অবদান রেখেছেন সুনীল নারাইন। ম্যাচের সেরাও হয়েছেন। তবে জয়ের কৃতিত্ব নিজে নিতে রাজি হলেন না নারাইন। তাঁর মতে, সতীর্থেরা পাশে না থাকলে জয় আসত না।ম্যাচের পর নারাইন বলেন, "গোটা দলের প্রচেষ্টাতেই আমরা জিতেছি। মাঝের দিকের ওভারে অঙ্গকৃশ এবং রিঙ্কু ভাল খেলেছে। আমি নিজে যত বারই ব্যর্থ হই না কেন, ফিরে আসার চেষ্টা করি এবং দলকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। আজও সেটাই করেছি। কিছু কিছু ম্যাচে শুরুটা ভাল হলেও পরের দিকে সমস্যায় পড়তে হয়। আবার কিছু ম্যাচে শুরুটা খারাপ হলেও শেষটা ভাল হয়। আজ দ্বিতীয়টাই হয়েছে।"এ দিন ফাফ ডুপ্লেসি, অক্ষর পটেল এবং ট্রিস্টান স্টাবসকে ফিরিয়েছেন নারাইন। পরিস্থিতির বিচারে সব ক'টিই গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। কোনটি সেরা ছিল? নারাইনের উত্তর, "সব ক'টা উইকেট পেয়েই ভাল লেগেছে। কারণ সব উইকেটই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আসলে যত বেশি উইকেট পাব, তত দলের ভাল। তাই সেরা উইকেট নিয়ে মাথা ঘামাই না।"ব্যাটিং, বোলিং তবু ঠিক আছে। কিন্তু সরাসরি থ্রোয়ে নারাইন কাউকে রান আউট করছেন, এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। সেটাই দেখা গিয়েছে দিল্লি ম্যাচে। শর্ট ফাইন লেগ থেকে সরাসরি থ্রোয়ে কেএল রাহুলকে ফিরিয়ে দেন। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ওই আউট। রিভিউয়ে তৃতীয় আম্পায়ার আউট ঘোষণার পর বাকিরা যখন উৎসব করছেন, তখনও ভাবলেশহীন ছিলেন নারাইন।ম্যাচের পর সেই রান আউটের প্রসঙ্গে বললেন, "আমি জানি যে খুব ভাল ফিল্ডার নই। কিন্তু রান আউট যে কোনও সময়ে করতে পারলেই খুব ভাল লাগে। আজকের রান আউটের পিছনে আলাদা কোনও রহস্য নেই। সব সময়ে চেষ্টা করি বলটা যত জোরে সম্ভব উইকেট লক্ষ্য করে ছুড়ে দিতে।"কোনও ম্যাচে সব বিভাগেই ব্যর্থ হয়েছেন, এমনটা খুব কমই ঘটেছে নারাইনের জীবনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার এ ভাবেই খেলতে চান। বলেছেন, "দল চাপে থাকলে নিজের পারফরম্যান্সের সাহায্যে সব সময় অধিনায়ককে একটা বিকল্প দেওয়ার চেষ্টা করি। সে রকম ক্রিকেটার হতে গেলে কঠোর অনুশীলন করতে হবে। অনুশীলন না থাকলেও নিজেকে উজাড় করে দিতে হবে।"

আবারও ভারত শ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্ট ত্রিপুরার শ্রীপর্ণা দে-র স্বর্ণপদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্রেষ্ঠত্বের তালিকায় আবারও ত্রিপুরা নাম। জাতীয় জিমন্যাস্টিক্সের আঙিনায় ত্রিপুরার শ্রীপর্ণা দে দেশের মাটিতে আবারও ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছে। জাতীয় জিমন্যাস্টিক্স আসরে অল অ্যারাউন্ড রেংকিং এ শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক বিজয়। মহারাষ্ট্রের পুনেতে আয়োজিত জুনিয়র এবং সিনিয়র আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্স জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৬ এ বালিকা বিভাগে ত্রিপুরার শ্রীপর্ণা দে ভোল্টিং টেবিলে ১১. ৫৫; আন-ইভেন বার-এ ৮.৩০; ব্যালেন্স বীম-এ ১১.৩৫; ফ্লোর এক্সারসাইজে ১১.২০; সর্বমোট ৪২.৪০ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করার মধ্য দিয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে। উল্লেখ্য মহারাষ্ট্রের সাক্ষী ঢালবি ৪০.৭৫ পয়েন্ট এবং গুজরাটের অবন্তিকা নেগ ৪০.৬৫ পয়েন্ট করে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

শ্রীপর্ণার সাফল্যের খবরে তার কোচ এবং রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিনন্দনের জোয়ার পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামীকাল অ্যাপারেটাস ভিত্তিক প্রতিযোগিতার সূচি রয়েছে।

চারটি রাজ্য দাবা আসরের সূচী ঘোষিত, শুরু ৮ মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চারটি রাজ্য আসরের নির্ঘন্ট ঘোষণা করলো রাজ্য দাবা সংস্থা। ২৭ এপ্রিল রাজ্য দাবা সংস্থার নতুন কমিটি গঠনের পরে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল রাজ্য দাবাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করবে নবগঠিত কমিটি। সেই কমিটির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই চারটি রাজ্য আসরের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করেন। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হবে ৮ মে। খেলা হবে রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে। ১১ মে থেকে দু দিনব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ৯ দাবা প্রতিযোগিতা, ৭ জুন থেকে রাজ্য অনূর্ধ ১১ দাবা প্রতিযোগিতা এবং ২৪ মে থেকে ৫১ তম রাজ্য সিনিয়র ফিডারেটিং দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ওই আসর চলবে ২৮ মে পর্যন্ত। অনূর্ধ ৯, ১১ এবং সিনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। ছোটদের তিনটি রাজ্য আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৬০০ টাকা এন্ট্রি ফি সহ নাম জমা দিতে হবে। সিনিয়র আসরে এন্টি ফি এক হাজার টাকা করে। সিনিয়র আসরে প্রাইজবানি থাকবে এক লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে আরও কিছু আসর করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য দাবা সংস্থার।

অস্মিতা সিটি লীগ মহিলাদের জুডো প্রতিযোগিতা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অস্মিতা সিটি লীগ মহিলাদের জুডো প্রতিযোগিতা আজ। এন এস আর সি সি-র জুডো হল ঘরে হবে আসর। তাতে আর সি সি-র পাশাপাশি ওল্ড আগরতলা, মোহনপুর এবং টি টি এ এ ডি সি -র মহিলা জুডোকাররা অংশ নেবে। সকাল ১১ টায় আসরের উদ্বোধন করবেন ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, চেয়ারপারসন রত্না দত্ত, ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, ড: সূর্য্য কান্ত পাল, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায় এবং সমাজসেবী শ্যামল কুমার দেব। মোট ৪০ জন জুডোকার আসরে অংশ নিতে পারে বলে উদ্যোক্তারা মনে করছেন। বেশ কয়েকজন খেলোয়ারকে আজ সংবর্ধনা

মহিলা ক্রিকেট : আগরতলা সেন্টার জয়ী চাম্পামুড়াকে হারিয়ে মৌচাকের হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্বল এ ডি নগর প্লে সেন্টারকে হেলায় পরাজিত করল আগরতলা কোচিং সেন্টার। ১০ উইকেট। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্যাটে বলে অনবদ্য পারফরম্যান্স করে সহজ জয় পায় আগরতলা কোচিং সেন্টার। বৃহস্পতিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এ ডি নগর প্লে সেন্টার গুটিয়ে যায় মাত্র ৪১ রানে।

দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ যদি ১৪ রান না পেতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৩০ রানের গণ্ডি পার হতো না। দলের কোনও ক্রিকেটারই দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ আট রান করে রোশনি সূত্রধর।

আগরতলা কোচিং সেন্টারের পক্ষে সায়ন্তিকা সূত্রধর ৬ রানে তিনটি এবং অনুভা পাল দুই রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে আগরতলা কোচিং সেন্টারে দুই ওপেনার এঞ্জেল পাল এবং অনুভা পাল ঠান্ডা মাথায় ব্যাট করে দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দেন। আগরতলা কোচিং সেন্টার ১১.২ উবারে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে এঞ্জেল পাল ৪০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং অনুভা পাল ২৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে অপরাজিত থেকে যান। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। অনুভা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব। এমবিবি স্টেডিয়ামে গ্রুপ বি-র অপর খেলায় মৌচাক ক্লাব ৭ উইকেটের ব্যবধানের চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে। টস জিতে চাম্পামুড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিলে মৌচাকের হিরামনি গৌড়ের বিধ্বংসী বোলিংয়ের ছোবলে চাম্পামুড়া ১৫.৩ ওভারে ৪৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জবাবে মৌচাক ৭.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। হিরামনি (৪-১-৪-৫) পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

খেলা শেষ হতেই রিঙ্কুকে চড় দিল্লির কুলদীপের! ধরা পড়ল ক্যামেরায়, কী হয়েছিল মাঠে

আইপিএলে আবার ফিরল চড়-কাণ্ড। মঙ্গলবার কলকাতা-দিল্লি ম্যাচের শেষে মাঠে কেকেআরের রিঙ্কু সিংহকে চড় মেরেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের কুলদীপ যাদব। এই ঘটনা ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। কুলদীপ হয়তো মজার ছলেই রিঙ্কুকে চড় মেরেছিলেন। কিন্তু রিঙ্কু যে বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি তা তাঁর চোখমুখ দেখেই পরিষ্কার।আইপিএলে প্রতিটি ম্যাচের শেষে মাঠে দাঁড়িয়ে গল্প করেন দু'দলের ক্রিকেটারেরা। কখনও একই রাজ্যের ক্রিকেটারেরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকেন। আবার বিদেশি ক্রিকেটারেরাও নিজের দেশের সতীর্থদের সঙ্গে গল্পে মাতেন। শুধু ক্রিকেটারেরা নন, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ এমনকি, দলের মালিকও আড্ডা দেন। দিল্লি-কলকাতা ম্যাচের পরেও সেই দৃশ্যই চোখে পড়েছে।খেলা শেষে উত্তরপ্রদেশের ক্রিকেটারেরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। সেখানেই ছিলেন রিঙ্কু ও কুলদীপ। তাঁরা দু'জনেই উত্তরপ্রদেশের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন। ম্যাচ জেতায় রিঙ্কুর আনন্দ ছিল দেখার মতো। তিনি হাসছিলেন। হঠাৎই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুলদীপ তাঁকে একটি চড় মারেন। কুলদীপকে দেখে মনে হয়েছে, মজার ছলেই সেটি করেছেন তিনি। রিঙ্কুকে হাসতে দেখেই হয়তো সেই কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু রিঙ্কু বিষয়টি ভাল ভাবে নেননি। আচমকা চড় খেয়ে তিনি প্রথমে বোঝার চেষ্টা করেন কেন কুলদীপ সেই কাজ করলেন। তাঁকে কিছু বলতে দেখা যায়। ঠিক তখনই আবার কেউ এক জন তাঁকে চড় মারতে যান। তাতে কিছুটা রেগে যান কেকেআরের ক্রিকেটার। দ্বিতীয় বার কে চড় মারতে গিয়েছিলেন তা অবশ্য ভিডিয়োয় দেখা যায়নি।এই ঘটনায় ফিরেছে ২০০৮ সালের স্মৃতি। সে বার মুম্বই বনাম পঞ্জাব ম্যাচের শেষে পঞ্জাবের এস শ্রীসন্থকে চড় মারেন মুম্বইয়ের হরভজন সিংহ। মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শ্রীসন্থ। তাঁকে সামলান যুবরাজ সিংহ। এই ঘটনার জন্য হরভজনকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে অনেক বার এই ঘটনার জন্য শ্রীসন্থের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন হরভজন। কুলদীপকে হয়তো তা করতে হবে না। কারণ, এখনও পর্যন্ত রিঙ্কু বা কেকেআর কর্তৃপক্ষ কেউ এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেননি।দিল্লির বিরুদ্ধে জয়ে ফিরেছে কেকেআর। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান করে কলকাতা। রহমানুল্লা গুরবাজ, সুনীল নারাইন, অজিঙ্ক রাহানে, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ও রিঙ্কু প্রত্যেকে রান পেয়েছেন। জবাবে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯০ রান করে দিল্লি। একটা সময় মনে হচ্ছিল তারা রান তাড়া করে জয় ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু নারাইনের দু'টি ওভারে ৩ উইকেট খেলা ঘুরিয়ে দেয়। ফাফ ডু'প্লেসি দিল্লির হয়ে সর্বাধিক ৬২ রান করেন। ১৪ রানে জেতে কেকেআর।

ঘরের মাঠে হার আর্সেনালের, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের দৌড়ে এগিয়ে পিএসজি

কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম পর্বে ঘরের মাঠে রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল আর্সেনাল। সেমিফাইনালেও সেই ছবিই আশা করেছিলেন আর্সেনালের সমর্থকেরা। কিন্তু তা হল না। ঘরের মাঠে প্যারিস সঁ জরমঁ-এর কাছে হারল আর্সেনাল। ০-১ গোলে হারল তারা। প্রথম পর্বে আর্সেনালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের দৌড়ে এগিয়ে পিএসজি।মঙ্গলবার মধ্যরাতে খেলা শুরুর ৪ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় প্যারিসের ক্লাব। আর্সেনালের রক্ষণ থিতু হওয়ার আগেই বক্সের মধ্যে থেকে গোল করেন উসমান দেম্বেলে। তার পর বাকি ম্যাচ জুড়ে দেখা গেল দুই কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই। এক দিকে প্যারিসের কোচ লুই এনরিকে। অন্য দিকে আর্সেনালের কোচ মিকেল আর্তেতা। দু'জনের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসলেন এনরিকে।পিএসজির কোচ এনরিকে জানতেন, আর্সেনালকে বেশি জায়গা দিলে বিপদ। তাই গোটা ম্যাচ জুড়ে প্রেসিং ফুটবল খেলালেন তিনি। সারা ক্ষণ আর্সেনালের ফুটবলারদের তাড়া করে গেলেন পিএসজির ফুটবলারেরা। ফলে ঘরের মাঠে দাপট দেখাতে পারল না তারা। দুই দলই গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। পিএসজির গোলের নীচে জিয়ানলুইজি ডোন্নারুম্মা ভাল খেললেন। এক বারই তিনি পরাস্ত হন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মিকেল মেরিনো একটি গোল করেছিলেন। যদিও তা অফসাইডে বাতিল হয়।উল্টোদিকে শেষ দিকে পর পর গোল করার সুযোগ পেয়েছিলেন পিএসজির ব্র্যাডলি বার্কোলা ও গনসালো র‍্যামোস। বার্কোলার শট পোস্টের পাস দিয়ে বেরিয়ে যায়। র‍্যামোসের শট বারে লেগে ফেরে। সেই দু'টি গোলে ঢুকে গেলে আরও সমস্যায় পড়ত আর্সেনাল।পিছিয়ে থাকলেও গোল শোধ করার অনেক চেষ্টা করে আর্সেনাল। সব রকম তাস খেলে ফেলেন আর্তেতা। কিন্তু পিএসজির রক্ষণ ভাঙতে পারেননি বুকায়ো সাকা, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলিরা। ৯০ মিনিট ধরে টান টান লড়াই শেষে হার মানতে হয় পিএসজিকে। অর্থাৎ, ফাইনালে উঠতে হলে প্যারিসের ঘরের মাঠে তাদের হারাতে হবে আর্সেনালকে। এ বার পিএসজি ঘরের মাঠে যে ভাবে খেলেছে তাতে কঠিন লড়াই তাদের সামনে।

সমস্তিপুরে অকাল দেওয়ালি, উৎসবে ভাসছে পরিবার

কলকাতা: ইডেনের গ্যালারিতে বাবার কোলে ছ'বছরের ছোট্ট বৈভব। তুলতুলে গালে লাল রঙে লেখা আর পি। সোশ্যাল সাইটে রীতিমতো ভাইরাল এই ছবি। হবে না-ই বা কেন? আট বছরের ব্যবধানে সেদিনের খুদেই এখন ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন তারকা। সোমবার আইপিএলে কনিষ্ঠতম ব্যাটার হিসেবে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরির পর বৈভব সূর্যবংশীতে মজে গোটা দেশ। রাজস্থানের রাজপুত্রকে ঘিরে আছড়ে পড়ছে প্রশংসার ঢেউ। সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম থেকে ১১৭৭ কিলোমিটার দূরে সমস্তিপুর। সোমবার রাতে দুই প্রান্তেই অকাল দেওয়ালি। ইশান্ত শর্মা, রশিদ খান, করিম জানতরা তুলোধোনা। সাদা বল ফেন্সিং টপকে বেলুনের মতো ভেসে গেল গ্যালারিতে। সমস্তিপুরের বাড়িতে ঠিক তখনই আকাশে উড়ল হাউই। দেদার বাজি, মিষ্টিমুখ। বাবার মুখে চওড়া হাসি। সঞ্জীব সূর্যবংশী বলেছেন, 'ঠিক যেন আগাম দীপাবলি। গোটা বিহার আমার ছেলের জন্য গর্বিত। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা ও রাজস্থান রয়্যালস টিম ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।' বৈভবকে ক্রিকেটার বানাতে মাথায় ঘাম পায়ে ফেলেছেন মা-বাবা। সকালে প্র্যাকটিস পৌঁছতে হবে ঠিক সময়ে। মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে রাত দুটোয় রান্নাঘরে খুটখাট শুরু মায়ের। ছেলের টিফিন তৈরি করে তবে শান্তি। অন্যদিকে, মাঠের বাইরে বৈভবের মেন্টর ওর বাবা। একদিন খবরের কাগজে পড়েছিলেন প্রভসুখন গিলের কথা। ছেলের প্র্যাকটিসে সুবিধার জন্য সিমেন্টের পিচ তৈরি করে দেন গিলের বাবা। ব্যাস, আর যায় কোথায়? গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে বৈভবের জন্যও পিচ বানিয়ে ফেললেন সঞ্জীব সূর্যবংশী। বৈভবের ছোটবেলার কোচ মনীশ ওঝা হাতের তালুর মতো চেনেন ওকে। একতাল মাটি থেকে ছাঁচ গড়ার মতো করেই তৈরি করেছেন বৈভবকে। বললেন, '১-২ বছরের মধ্যেই জাতীয় দলে জায়গা করে নেবে বৈভব।' ম্যাচের আগে টেলিফোনে কথা বলা প্রতিদিনের নিয়ম। জানা গেল, গুজরাত ম্যাচের সকালেও বৈভবকে ফোন করেন কোচ। তাঁকে অবাক করেই বিস্ময় কিশোর বলে ওঠে, 'আজ শুরু থেকেই চালাব।' মনীশের পাল্টা পরামর্শ-'বল দেখে খেলিস। উইকেট ছুড়ে দিস না।' নাহ, গুরুর কথা বাধ্য ছাত্রের মতো মেনেছে বৈভব। উইকেট ছুড়ে দেয়নি বটে, তবে বোলারদের রাতের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে ১৪ বছরের কিশোর।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা দুষ্কৃতীদের, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ মে।। একদল দুষ্কৃতী কর্তৃক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনায় ফের উত্তপ্ত উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর থানাধীন উপ্তখালি সিলেটি ক্যাম্প এলাকা। ঘটনার শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অভিযুক্তদের নামধাম দিয়ে থানায় মামলা করা হলেও এখন পর্যন্ত দুষ্কৃতকারীরা অধরা। এমনটাই গুরুতর অভিযোগ করলেন ভারত স্টোন ক্রেশারের মালিক চয়ন দেশমুখ।

তিনি বলেন জানমালের নিরাপত্তা নেই তার, কেননা ফের দুষ্কৃতিকারীরা রাস্তায় গাড়ি আটকে প্রাণনাশের হুমকি সহ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়ার হুংকার দিচ্ছে মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য। তাই এমতাবস্থায় নিরাপত্তাহীনতাবোধ করে ফের বৃহস্পতিবার তিনি পানিসাগর থানায় অভিযুক্তদের নামধাম জানিয়ে পুনরায় আরেকটি মামলা দায়ের করেন। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন সহ এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে ন্যায় বিচারের আবেদন জানান চয়ন দেশমুখ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৯ এপ্রিল শনিবার বিকেলে উল্লেখিত এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর একটি পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল,এতে স্থানীয় নির্মল দাস বয়স (২৬) নামের এক যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।আর সেই ঘটনার পরেই ভাংচুরের সূত্রপাত বলে জানা যায়। ঐদিন সন্ধ্যায় উক্ত যান দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিযুক্তরা ভারত স্টোন ক্রেশারে প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর, লুটপাট চালায় এবং মালিক কর্তৃপক্ষ সহ তাদের কর্মচারীদের বেধড়ক মারপিট করে এমনই অভিযোগ। নগদ পাঁচ লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি অফিসকক্ষের সিসি ক্যামেরা, কম্পিউটার ইত্যাদি ভেঙে ফেলা হয়।

সে সময় গুরুতর আহত হন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটির মালিক চয়ন দেশমুখ, গোপাল চন্দ্র দেব সহ তাদের কয়েকজন কর্মীও। পরে পানিসাগর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়, এবং ধর্মগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের সহযোগিতায় গুরুতর আহত অবস্থায় চয়ন দেশমুখকে উদ্ধার করে প্রথমে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বহি:রাজে রেফার করা হয়।

পরে সেখান থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে তিনি এই ঘটনায় জড়িত বাবুলাল দাস(পিতা দুর্গেশ দাস),বাড়ি উপ্তাকালি,মিটন দাস(পিতা জিতেন্দ্র কুমার দাস), আনন্দ নাথ ও বাবুল নাথ(পিতা প্রেমানন্দ নাথ) উভয়ের বাড়ি উপ্তাকালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।এই চার ব্যক্তির নামে পানিসাগর থানায় মামলা দায়ের করেন। কিন্তু অভিযুক্তরা এখনো এলাকায় ঘোরাফেরা করছে বলে জানান চয়ন বাবু। এদিকে ফের গতকাল তিনি বাড়ি ফেরার সময় পথ আটকে মামলাটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য প্রাণনাশের হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। এতে প্রাণ সংশয়ে ভুগছেন তিনি।

পরে জান,মাল ও নিজের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে ফের বৃহস্পতিবার দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পানিসাগর থানায় মামলা দায়ের করা হয় বলে জানান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক চয়ন দেশমুখ।এদিকে পানিসাগর থানার ওসি সুমন্ত ভট্টাচার্য্যকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং তিনজন দুষ্কৃতিকারীকেও সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তাই খুব শীঘ্রই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।

বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে এক যুবক। গতকাল রাতে কৈলাসহর হাওর বাজার এলাকায় প্রত্যক্ষদর্শীরা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহত যুবককে উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটি একটি গাছের সাথে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খায় এবং ছিটকে জলাশয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে। যার ফলে গুরুতরভাবে আহত হয় বাইক চালক। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ওই যুবককেকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সংকটজনক অবস্থায় ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাইক চালক।

কাঠিয়াবাবা গুরুকুলম সেবা ট্রাস্টের অন্তর্গত একটি ইউনিট হিসেবে 'আভেক্সা পরিবার' নামে একটি ডে কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আজ এক ব্যতিক্রমী ও মানবিক উদ্যোগের শুভ সূচনা হল। কাঠিয়াবাবা গুরুকুলম সেবা ট্রাস্টের অন্তর্গত একটি ইউনিট হিসেবে 'আভেক্সা পরিবার' নামে একটি ডে কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করা হয়েছে। এই সেন্টারটি বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের যত্ন, বিকাশ এবং সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগরের বিশিষ্ট সমাজসেবী মলিনা দেবনাথ, শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা দাস, দেওয়ানপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অভিভাবক-অভিভাবিকারা, যারা এই কেন্দ্রের প্রতি গভীর আস্থা ও আশার বার্তা নিয়ে এসেছেন। প্রায় নয় মাস আগে এই সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আজকের এই উদ্বোধন যেন এক নতুন আশার আলো এনে দিল অনেক পরিবারে। আভেক্সা পরিবার এখন থেকে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, সহানুভূতিপূর্ণ ও গঠনমূলক পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করল।

অনুষ্ঠানে বক্তারা এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে এসে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান সমাজের মানসিকতা বদলাতে সাহায্য করবে এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের আরও সম্মানের সঙ্গে বাঁচার সুযোগ করে দেবে। সেবার মাধ্যমে সমাজ গঠনের এই প্রয়াস আগামী দিনে আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ুক এই প্রত্যাশায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শেষ হয় এক আনন্দঘন পরিবেশে।

শান্তিরবাজারে একই সাথে দুইটি প্রকল্পের শুভ সূচনা করলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ মে।। ৩৬ শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রে উন্নয়ন হচ্ছে। রাজ্যসরকারের আর্থিক সহযোগীতায় বিধায়কের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কাঞ্চন নগর এলাকায় দুইটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী করা হয়। যার মধ্যে এক কোটি তেইশ লক্ষ বাইশ হাজার তিনশ বাইশ টাকা ব্যায় করে একটি দ্বীতল ভবন মার্কেট ষ্টল নির্মান করা হয়। ১২ -০৮-২০২৩ সালে এই কাজ হাতে নেওয়াহয়। ২৭-০৯-২০২৪ সালে এই কাজের সমাপ্তি হয়। অপরদিকে একই জায়গায় ৩৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৬০০ টাকা ব্যায়করে কমিউনিটি হেলথ সেন্টার নির্মান করা হয়। ৩০- ০৯- ২০২৩ সালে এই কাজ শুরু করা হয়। ২৭-০৪-২০২৪ সালে এই কাজের সমাপ্তি হয়। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় শান্তির বাজার আর ডি দপ্তরকে।অবশেষে আজকের দিনে এই বাজার সেড ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টার সকলেরজন্য উন্মুক্ত করেদিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়কের পাশাপাশি উপস্থিতছিলেন দক্ষিন জেলাপরিষদের সদস্য শম্ভু মানিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক, দক্ষিন জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক জোতিরময় দাস, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েতসমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং, কাঞ্চননগর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন মজুমদার, আর ডি দপ্তরের এক্সিউটিভ উকেন্দ্র রিয়াং সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন রাখেন আর ডি দপ্তরের এক্সিউটিভ উকেন্দ্র রিয়াং।

স্বাগত ভাষন রাখতে গিয়ে তিনি এই মার্কেট ষ্টল ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টার নির্মানের বিভিন্ন দিকগুলো সকলের সামনে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখেগিয়ে বিধায়ক বর্তমান রাজ্যসরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসম্মুখে তুলেধরেন। শান্তির বাজার বিধানসভাকে কিভাবে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস চালানো হচ্ছে তানিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বর্তমান সময়ে শান্তিরবাজার শহরে একটিও শপিং মল নেই। তাই যদি কোনো ব্যক্তি শান্তির বাজারে শপিংমল দিয়ে শান্তির বাজারকে সাজিয়ে তুলতেচায় তাদেরকে সাহায্যের হাতবারায়েদেওয়াহবে বলে জানান বিধায়ক। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার কিছুসংখ্যক গর্ভবতী মহিলারহাতে পুষ্টিকর খাদ্য তুলেদিলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দরা। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষকের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে অপহৃতা নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। শিক্ষকের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে অপহৃতা হয়েছে এক নাবালিকা। তাকে উদ্ধারের চেষ্টায় আমতলি থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় আমতলী থানার অন্তর্গত রানির খামার এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, রাণী খামার এলাকার ১৬ বছরের এক নাবালিকা মেয়ে অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাড়ির কাছাকাছি শিক্ষকের বাড়িতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। পরে হঠাৎ একটি অচেনা নাম্বার থেকে ওই নাবালিকা মেয়েটির বাবার কাছে ফোন আসে যে নাকি রানীর খামার এলাকার সুখেন দাসের ছেলে অলক দাস উরফে কাজল ওই নাবালিকা মেয়েটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং আর নাকি বাড়িতে আসবেনা। হঠাৎ এই ফোন পেয়ে নাবালিকা মেয়েটির পরিবারের লোকজন দিশেহারা হয়ে যায় এবং সাথে সাথেই নাবালিকা মেয়েটির পরিবারের লোকজন আমতলী থানা এসে বিষয়টি মৌখিকভাবে আমতলী থানার পুলিশকে জানায়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই অলক দাস উরফে কাজলের বাড়িতে ছুটে যায়। সেখানে গিয়ে অলক দাস এবং নাবালিকা মেয়েটিকে না পেয়ে অলক দাসের পরিবারের লোকজনদের হুশিয়ারি দেয় যে খুব শীঘ্রই যেন নাবালিকা মেয়েটিকে তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেয়। শুক্রবার সকাল হয়ে গেলেও নাবালিকা মেয়েটির কোন সন্ধান না পেয়ে অবশেষে তার পরিবারের লোকজন আমতলী থানায় অলক দাস উরফে কাজলের বিরুদ্ধে লিখিত আকারে অপহরণের মামলা দায়ের করে।

আমতলী থানার পুলিশ মামলা হাতে পেয়ে নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার সহ অভিযুক্ত অপহরণকারী অলক দাস উরফে কাজলকে গ্রেফতারের জন্য মাঠে নামে। শুক্রবার দুপুরেও মিতালী থানার শ্রাবন্তী সুস্মিতা দেবনাথ সহ পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী অভিযুক্ত অপহরণকারীর বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে যেন অভিযুক্ত অপহরণকারী নাবালিকা মেয়েটিকে নিয়ে আমতলী থানায় আত্মসমর্থন করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে কৈলাসহরে যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান মুর্দাবাদ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আজ ঊনকোটি জেলা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে কৈলাসহরের রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছে। এদিনের মিছিলটি কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে শুরু হয়ে প্রায় ৩ হাজারের মত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান, বরিষ্ঠ কংগ্রেস সদস্য রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য্য, যুব কংগ্রেস সভাপতি দেবাংশু দাস সহ একাধিক দলীয় নেতা ও কর্মী। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি, পহেলগাম-এ সন্ত্রাসী হামলার কড়া শাস্তির দাবি, সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনীয়তা, কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারের মতো একাধিক ইস্যু তুলে ধরেন। এদিন বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা বলেন, দেশজুড়ে লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। অন্যদিকে, কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদীদের যেভাবে বারবার হামলা চালাতে দেখা যাচ্ছে তাতে অবিলম্বে লাগাম টানা প্রয়োজন। আমরা চাই, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।এদিন জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান বলেন, এই সরকার একের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের উপর এর সরাসরি প্রভাব পরছে। সম্প্রতি পেহেলগামে ২৮ জন নিরীহ পর্যটককে পাকিস্তানের মদদপুষ্ট জঙ্গীরা যেভাবে নির্বিচারে হত্যা করেছে তাদের অবিলম্বে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান তিনি। এছাড়াও দেশে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আনা ওয়াকফ আইন প্রত্যাহার করার দাবিও তোলা হয়। তিনি বলেন আমরা সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে আজ পথে নেমেছি। এই আন্দোলন শুধু একটি দলীয় কর্মসূচি নয়, এটি দেশের স্বার্থে গণ-আন্দোলনের শুরু।

এদিন বিক্ষোভ মিছিল ঘিরে গোটা শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। তবে শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিল সম্পন্ন হয় বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসকদলে যোগদান নবাগতদের স্বাগত জানালেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ মে।। ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ফের বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসকদলে যোগদান করলেন ৭৫ জন ভোটার। এদিন নবাগতদের দলীয় পতাকা দিয়ে স্বাগত জানান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৩৯ মাইল তুই করমা এলাকায় বৃহস্পতিবার এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই যোগদান সভায় ৭৫ জন ভোটার বাম শিবির ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেন।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তিনি নবাগতদের গেরুয়া পতাকা দিয়ে স্বাগত জানান। সভায় কৃষ্ণপুর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক অথরাই মৌলসুম, খোয়াই জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রশিদ মিয়া-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, 'বিগত সিপিএম সরকারের আমলে মুঙ্গিয়াকামি সহ বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পানীয় জল, রাস্তা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলিতে চরম অবহেলার ছবি ছিল। বর্তমান সরকার এই সব সমস্যার সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।'উন্নয়নের নিরিখে মানুষ আজ বিরোধী শিবির ছেড়ে দলে দলে বিজেপিতে যোগদান করছেন।

বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য, স্বাক্ষরতা কার্যক্রমের মাধ্যমে এক সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ মে।। বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক অভিশাপে পরিণত হয়েছে। আজ সকাল ১১টায় উত্তর কলমচৌড়া উপপ্রধানের বাড়িতে বাল্যবিবাহ নিয়ে রেলি ও সমাজ সচেতনতামূলক আলোচনা আয়োজন করা হয়।

অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধনের আবদ্ধ করা সমাজের উপর এবং পরিবারের উপর অন্ধকার নেমে আসে। ভারত সরকারের নিয়ম অনুসারে ২১ বছরে ছেলেদের বিবাহ, ১৮ বছরে মেয়েদের বিবাহ বাধ্যতামূলক যা আমাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ, কিন্তু সমাজব্যবস্থা কিছু দুষ্ট লোকের কারণে সমাজে এখনো বাল্যবিবাহ বন্ধ হচ্ছে না। বাল্যবিবাহ রোধে এগিয়ে আসতে হবে সমাজের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পুলিশ প্রশাসন, সবচেয়ে বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে মায়েদের, নিরক্ষর মায়েরা যেমন এখনো স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে এসে স্বাক্ষরতা করছে তার পাশাপাশি কিছু পড়াশোনা শিখছে তাহলে নিশ্চয়ই ওরাও সমাজকে সচেতন করতে পারবে।

মূলত বাল্যবিবাহরোধ অনুষ্ঠানটি ছিল নবভারত সেবা কার্য্যক্রমের উপর। উক্ত বাল্যবিবাহ রোধে স্বাক্ষরতা কার্য্যক্রমের উপরে ছাতিয়ান টিলা হাই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগিয়ে এসেছেন এবং অনুষ্ঠানে বাল্যবিবাহের কুফলগুলি তুলে ধরেছেন। মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কলমচৌড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের এমপি ডাবলু, অভিজিৎ দত্ত, সমাজ সেবিকা নার্গিস আক্তার, দীপঙ্কর দেবনাথ বিটি টিচার এবং আমিম আক্তার।

গৃহবধূ দীপান্বিতা সরকার পালের মৃত্যু রহস্য উদঘাটন সহ অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে থানায় ডেপুটেশন গণতান্ত্রিক নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ মে।। গৃহবধূ দীপান্বিতা সরকার পালের মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করে অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবিতে থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি।

দীপান্বিতা সরকার পালের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তক্রমে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সরব হয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি। সংগঠনের তরফ থেকে আজ এক প্রতিনিধি দল তেলিয়ামুড়া থানার ওসি রাজিব দেবনাথের সাথে দেখা করে দীপান্বিতা সরকার পালের মৃত্যুর পেছনে যে বা যারা জড়িত তাদের খুঁজে বার করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

আজকের এই ডেপুটেশন প্রদান কালে অন্যান্যদের মাঝে সংগঠনের খোয়াই জেলা কমিটির সম্পাদিকা গায়ত্রী দত্ত, তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সভানেত্রী প্রভা দাস ভৌমিক, সম্পাদিকা রিতা দেব, সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব গৌরি পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গোটা বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় গায়ত্রী দত্ত দাবি করেন ওসি সাহেব উনাদের আশ্বস্ত করেছেন প্রকৃত তদন্ত গ্রামে দোষীদের শাস্তি বিধানের জন্য পুলিশ কাজ করছে। পাশাপাশি গায়ত্রী দত্ত বলিষ্ঠভাবে দাবি করেন অন্যায় যে বা যারা করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি বরাবর বামপন্থী নারী সংগঠনের থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট গৃহবধূ হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মূল অভিযুক্তদের তালিকায় মৃত গৃহবধুর শশুর তপন পাল যিনি প্রাক্তন বাম কাউন্সিলার তিনিও রয়েছেন।

গোটা রাজ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেশে শ্রমজীবী মানুষের উপর ক্রমাগত আক্রমণ করা হচ্ছে। তাই দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত করতে হবে। আজ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে বিজেপির বিরোধে সুর চড়ালেন পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

সারা দেশের সাথে রাজ্যেও ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস উদযাপিত হচ্ছে। আজ সকালে সিপিএমের রাজ্য দপ্তরে শ্রমিক সংহতি দিবস উদযাপিত হয়েছে। এদিনে বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পাশাপাশি, সিআইটিইউ রাজ্য দপ্তরের এদিন দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সিআইটিইউ রাজ্য সম্পাদক মানিক দে এবং সভাপতি শংকর প্রসাদ দত্ত। তাছাড়া, আজ সকালে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি মে দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে পালিত হয়। সেদিন দৈনিক আটঘণ্টার কাজের দাবিতে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়েত হয়েছিল। তাদেরকে ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। তারপর থেকে গোটা দেশে শ্রমিক দিবস পালিত হয়। কিন্তু বিজেপি সরকারের তরফ থেকে শ্রমিক দিবসের ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দেশে শ্রমজীবী মানুষের উপর ক্রমাগত আক্রমণ করা হচ্ছে। তাই দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত করতে হবে।

গভীররাতে কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে হামলা, দোষীদের গ্রেফতারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ২ মে।। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অমরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মালবাসা এলাকার কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে দুষ্কৃতকারীরা সংঘবদ্ধ হামলা করে কংগ্রেস কর্মী সঞ্জীব দেবনাথের বাড়িঘর ভাংচুর করে, রেহাই পায়নি ঠাকুর ঘরও। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দোকানের সামনে থেকে ব্যবসায়ীর বাইক চুরি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ মে।। খোদ শহরের মধ্য থেকে সবার সামনে থেকে বাইক চুরি করে নিয়ে গেলো চোরেরা। এই ঘটনায় গোটা শহর জুড়ে তীব্র আতংক বিরাজ করছে। ঘটনা ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহর শহরে।

কৈলাসহর শহরের উপকন্ঠে সেন্ট্রাল রোড এলাকায় নীতিশ রঞ্জন দে বিগত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে জুতার ব্যবসা করছেন। প্রতিদিনের মতো গতকালও নীতিশ বাবু উনার নিজের সুপার স্পেলন্ডার বাইকটি উনার দোকানের সামনে রেখেছিলেন। রাত্র দশটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেই দেখেন যে, উনার টিআর০২ - বি- ৪৯২১ নম্বরের বাইকটি নেই। বাইক না পেয়ে উনি হতভম্ব হয়ে যান। আশপাশের দোকান মালিকরা বাইক চুরির খবর শুনে গোটা শহর এলাকায় খোঁজাখুঁজি করেন কিন্তু বাইকটি আর পাওয়া যায়নি। এভাবে শহরের মধ্য থেকে বাইক চুরি আগে কখনো হয়নি।

উনি ৩৫ বছর ধরে শহরের একই জায়গাতে ব্যবসা করছেন কিন্তু এমন আর কোনো দিন হয়নি বলেও জানান নীতিশ বাবু। অথচ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গোটা শহরের বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি লাগানো রয়েছে। এমনকি যে জায়গা থেকে বাইকটি চুরি হয়েছে সেই জায়গাতেও সিসিটিভি রয়েছে। কিন্তু সবগুলো সিসিটিভি অচল হয়ে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সিসিটিভি গুলো বসানো হলেও দীর্ঘদিন ধরে সিসিটিভি গুলো নষ্ট হয়ে থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিসিটিভি গুলো সংস্কার করার কোনো উদ্যোগ নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাইক না পেয়ে নিরাশ হয়ে নীতিশ বাবু কৈলাসহর থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে খোঁজ খবর নেয়। খোদ শহরের উপকণ্ঠ থেকে বাইক চুরি হয়ে গেল, তাহলে শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চল কিংবা প্রত্যন্ত এলাকা কিভাবে রয়েছে তা সহজেই অনুমেয় করা যায়। এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শহরবাসীরা কোনো অবস্থাতেই নিরাপদ নেই। পুলিশ কিংবা প্রশাসন যদি তৎপর না হয় তাহলে আগামী দিনে কৈলাসহরে আরও ভয়ংকর ঘটনা ঘটবে বলে শহরবাসীর অভিমত।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত বন্ধন গ্রুপের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে আজ সচিবালয়ে বন্ধন গ্রুপের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। তিনি পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সাক্ষাৎকারকালে উভয়ের মধ্যে রাজ্যের ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিয়ে আলোচনা হয়।

পুলিশের যৌথ অভিযানে বাংলাদেশী নাগরিক সহ ৩ ভারতীয় টাউট আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাগনা বর্ডার আউটপোস্ট সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী এবং ধর্মনগর থানার পুলিশের যৌথ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে বাংলাদেশি নাগরিক সহ ৩ ভারতীয় আউটকে আটক করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিএসএফএর ৯৭ নং ব্যাটালিয়ান সহ ধর্মনগর থানার পুলিশ যৌথভাবে ধর্মনগর থানার অধীন ভারত-বাংলা সীমান্ত রাগনা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে স্পেশাল অভিযান সহ পেট্রোলিং চালিয়ে যাচ্ছিল। তারই অঙ্গ হিসাবে এই সাফল্য উঠে আসে। আজ সকাল সাতটা নাগাদ রাগনা বিওপির ৯৭ নং ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা এক বাংলাদেশী নাগরিক সহ তিনজন ভারতীয় নাগরিককে আটক করে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধর্মনগর থানা পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাদের গ্রেফতার করে জেলা আদালতে প্রেরণ করে।

ধৃতরা হলেন, বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানাধীন বাঁশিপুর এলাকায় বাসিন্দা হেপি দেব(২০), ধর্মনগর থানাধীন ইয়াকুবনগর জলাবস্তি এলাকার বাসিন্দা আলমাস মিয়া (৫১) এবং অঞ্জনা দাস (৪৫)। অপরজন ভারতীয় নাগরিক কৃষ্ণ চন্দ্র দেব (২৬) পিতা রবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাড়ি ধর্মনগর থানার অধীন বড়ুয়াকান্দি এলাকায়।

চাকরি কেলেঙ্কারির অভিযোগে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ঝুলিয়ে তালা দিল স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। চাকরি কেলেঙ্কারির অভিযোগে খোয়ারিয়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ঝুলিয়ে তালা দিলো স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে অঙ্গওয়াড়ি কেন্দ্রে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিউটি শিল অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী হিসেবে চাকরিতে যোগ দিতে গেলে শুক্রবার সকাল থেকে এলাকাবাসীরা বিশালগড় নবীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোয়ারিয়া অঙ্গনওয়াড়ী সেন্টারে তালা ঝুলিয়ে দেয়। তাদের দাবি গরিবদের বঞ্চিত করে কোটি পতিদের ঘরে দেওয়া হয়েছে চাকরি। সুষ্ঠু বিচার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas